"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে গ্রন্থমালা"

ব্রিটিশ ভারত

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' 'ইংলণ্ড' প্রভৃতি বিবিধ
ঐতিহাসিক গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত

শিশির পাবলিশিং হাউস
১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীশিশিরকুমার মিত্র বি, এ
শিশির পাবলিশিং হাউস
১৯৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার
শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত
সুধা প্রেস
১৯৮।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।



Miss Emily Eden-এর মূল চিত্র হইতে।

লর্ড অকল্যাণ্ডের দরবার

ব্রিটিশ ভারত

প্রথম অধ্যায়

—:০:—

ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের আদিম বাণিজ্য-সম্বন্ধ

ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, আমরা দিগ্বিজয়ী বীর আলেক্জাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের কথাই সর্ব্বপ্রথম অবগত হইতে পারি। তাহার পর দিগ্বিজয়ী মুসলমানেরা যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষে রাজ্য-বিস্তার করিয়া বাস করেন —সে ইতিহাসও সকলেরই পরিজ্ঞাত। সকলের শেষে ইউরোপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইউরোপের অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অতুল ধনৈশ্বর্য্যের

কথা শুনিতেন এবং পশ্চিম এসিয়ার ও পূর্ব্ব ইউরোপের কয়েকটি জাতি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া যে ধনী হইয়াছিল, তাহাও অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের অজ্ঞাত ছিল না। দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের সময় হইতে ভাস্কো-ডা-গামার সময় পর্য্যন্ত এদেশের সঙ্গে ইউ-রোপের কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। আরব ও তুরস্ক দেশের বণিকেরা ভারতবর্ষ হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া ইটালি দেশের বণিকদের নিকট বিক্রয় করিত। এই ভাবে ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে তখন বাণিজ্য চলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য বিশেষরূপে মনোনিবেশ করেন। ইউ-রোপের লোকেরা কি ভাবে সমুদ্র-পথে ভারতবর্ষে আসিতে হয় জানিতেন না। স্থলপথে আসিতে হইলে, অনেক যুদ্ধ-প্রিয় জাতির দেশ, অনেক মরুভূমি, অনেক বড় উঁচু পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হইত। সেজন্য তাঁহারা জল-পথে ভারতবর্ষে আসিবার পথের সন্ধান করিতেছিলেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিস্টোফার কলম্বাস্ নামে এক নাবিক স্পেনের রাজার সাহায্যে ভারতবর্ষ আসিবার সমুদ্র-পথ খুঁজিতে যাইয়া, এট্‌লান্টিক মহাসাগর পার হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

স্পেনের দেখাদেখি পর্তুগালের রাজা, ভাস্কো-ডা-গামা নামক একজন পর্তুগীজ, নাবিককে ভারতবর্ষ খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য পাঠাইলেন। সেকালে সমুদ্র-পথে আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক্ ঘুরিয়া ভারতে যাতায়াতের পথ ছিল। পর্তুগীজেরা এই পথ আবিষ্কার করেন।

উত্তমাশা অন্তরীপের পথ

ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার উপকূল ঘুরিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে ঐ মহাদেশের উত্তমাশা-অন্তরীপ (Cape of Good Hope) বেষ্টন করিয়া, ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তিনখানা ছোট জাহাজ লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার 'জামোরিণ্' উপাধি-ধারী রাজার অধিকারভুক্ত কালিকাট্ নগরে অবতরণ করিলেন। গামার পূর্ব্বে বার্থোলোমিউদিয়াজ্ নামে একজন পর্তুগীজ নাবিক এই পথের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। জামোরিণ্, গামার প্রতি বেশ ভাল ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহার নিকট পর্তুগীজের রাজার নামে একখানি পত্র দিলেন; তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে,—"আমার রাজ্য-মধ্যে দারুচিনি, লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ ও পিপ্পল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আছে। আমি আপনার রাজ্য হইতে ইহার বদলে সোণা, রূপা, প্রবাল ও

রক্তবর্ণ বস্ত্রাদি পাইতে ইচ্ছা করি।” ভাস্কো-ডা-গামা এই ভাবে এদেশে পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করিয়া, বেশ লাভবান্ হইয়া, রাজধানী লিস্‌বনে ফিরিয়া গেলেন।

১৫২০ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করেন। সঙ্গে আরও বিশখানা জাহাজ লইয়া আসিয়াছিলেন। এবার তিনি জামোরিণের সহিত কলহ করিয়া, জামোরিণের প্রাসাদের উপর গোলা বর্ষণ করেন। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এক শত বৎসর কাল, একমাত্র পর্ত্তুগীজেরাই সমুদ্র-পথে ভারতের সমস্ত বাণিজ্য আপনাদের আয়ত্বাধীনে রাখিয়াছিলেন। আরবেরা খ্রীষ্টান পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্যের বিরুদ্ধ দণ্ডায়মান হইয়া জামোরিণ্‌কে তাহাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পর্ত্তুগীজেরা গোয়া নামক স্থান অধিকার করিয়া সেখানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এই নগর এখনও পর্ত্তুগীজদের অধিকারে আছে এবং উহাই তাঁহাদের ভারতরাজ্যের রাজধানী।

ভাস্কো-ডা-গামা ভারত-পথ আবিষ্কার করিলে পর, ইউরোপের অন্যান্য জাতির লোকেরাও একে একে ভারত-

বর্ষের দিকে আসিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজদের পর একে একে হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী ও সুইডেনের বণিকেরা নিজ নিজ বাণিজ্য-তরী ভারতাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ইহাদের মধ্যে হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং ফরাসীরাই এদেশে বাণিজ্য করিয়া লাভবান্ হইয়াছিলেন। দিনেমার, জার্ম্মান্ ও সুইডেনের লোক ভারতবর্ষে বাণিজ্য দ্বারা লাভবান্ হইতে না পারায়, কিছুদিন পরে ভারতের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

পথ আবিষ্কারের ফল

পর্ত্তুগীজদের পরেই হল্যাণ্ডের অধিবাসী ডচ্ বা ওলন্দাজেরা এদেশে আসিয়াছিলেন। সে সময়ে ওলন্দাজেরা বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহাদের জাহাজই ইউরোপে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ওলন্দাজ নাবিকেরাই সুদক্ষ ও নিপুণ নাবিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজগণ-অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালীও ছিলেন। এদিকে পর্ত্তুগীজেরা যখন দেখিলেন যে, ওলন্দাজেরা এদেশে ব্যবসায় চালাইয়া লাভবান হইতেছেন, তখন তাঁহারা উহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। ফলে পর্ত্তুগীজদের সহিত ওলন্দাজদের যুদ্ধ হইল; যুদ্ধে ওলন্দাজেরা জয়ী হইলেন। পর্ত্তুগীজ-

পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ

দিগকে ওলন্দাজেরা গোয়া ভিন্ন তাঁহাদের অন্যান্য সমস্ত বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এইভাবে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজদিগের প্রাধান্য লোপ পাইল। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, এই একশত বৎসর কাল ওলন্দাজেরা সমস্ত মসলার বাণিজ্য আপনাদের হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কোচিন, সিলোন, যবদ্বীপ, সুমাত্রা দ্বীপ, তাঁহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তাঁহারা বাঙ্গালা দেশের চুঁচুড়ায়ও এক বাণিজ্য-কুঠি খুলিয়াছিলেন। এই ভাবে ভারতবর্ষের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া, ওলন্দাজেরা সমুদয় জিনিষের দর তিন চারিগুণ বাড়াইয়া দিলেন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী

১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্প্যানিস্ আর্মাডার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করার জন্য ইংরাজ বণিক্‌দের প্রবল ইচ্ছা হইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজগণ ইংলণ্ডে মরিচের দর প্রতি পাউণ্ড ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং এবং ক্রমে ৮ শিলিং করাতে, ইংরাজ-বণিকগণ ঐ বৎসরের ২৪শে সেপ্টেম্বর সর্ব্বপ্রথম একটি বাণিজ্য কোম্পানী গঠন করিবার জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। পরদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন সহরে এই বিষয়

নির্দ্ধারণের জন্য একটি সভা হয় এবং ঐ সভা হইতেই রাণী এলিজাবেথের নিকট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের অনুমতির জন্য, একখানি আরজি পেশ করা হয়। রাজ্ঞী এলিজাবেথ্ ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর উক্ত বণিক-সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষের সহিত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার জন্য এক সনদ (Charter) প্রদান করেন। ইহাই 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র প্রথম চার্টার বা সনদ বলিয়া পরিচিত।

সে সময়ে মুঘল সম্রাট্ আকবর, ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিয়া প্রচুর লাভবান হইলেন; এবং ১৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জহাঙ্গীরের নিকট হইতে সুরাটে বাণিজ্য করিবার এক কুঠি স্থাপনের নিমিত্ত সনন্দ লাভ করেন। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নিকট হইতে সার টমাস রো ইংরাজ-দূতরূপে জহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন করেন এবং সম্রাটের অনুগ্রহে ইংরাজ কোম্পানীর জন্য বিবিধ সুবিধাজনক সর্ত্তে বাণিজ্য করিবার সুব্যবস্থা করেন (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ)। ইংরাজ বণিকগণের সুবিধাজনক সর্ত্ত-লাভের কয়েকটি বিশিষ্ট কারণ ছিল। তবে প্রধান কারণ এই যে, পর্ত্তুগীজগণের প্রতি সম্রাট জহাঙ্গীরের

আন্তরিক বিদ্বেষ ছিল। পর্ত্তুগীজেরা অন্যান্য ইউ-রোপীয় জাতির ন্যায় সুদক্ষ, শিক্ষিত এবং সাম্রাজ্য-স্থাপনের উপযুক্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট ছিলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও অত্যন্ত অনুদার ছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকের উপর ইঁহারা অত্যাচার করিতেন। পর্ত্তুগীজেরা বঙ্গদেশে, চট্টগ্রাম ও সন্‌দ্বীপ প্রভৃতি কতিপয় স্থানে মগদের সহিত মিলিত হইয়া, এরূপ দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, সুন্দরবন প্রভৃতি কতিপয় অঞ্চল একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের শাসনকর্ত্তার মধ্যে একমাত্র আলুবর্কই এদেশের লোকদের সহিত ভাল ব্যবহার করিয়া, হিন্দু-মুসলমান সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

১৬১৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম সুরাট নগরে ইংরাজেরা বাণিজ্য-কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সুরাট নগরী ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বণিকগণের নিকট হইতে যে সমস্ত বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন, ইংল্যাণ্ড হইতে জাহাজ আসিয়া পৌঁছান পর্য্যন্ত ঐ কুঠিতে তাহা সঞ্চিত থাকিত। আবার ইংল্যাণ্ড হইতে এদেশে বিক্রয়ের জন্য যে সকল বাণিজ্য-দ্রব্যাদি আসিত,

তাহাও ঐ স্থানে রাখিয়া দিতেন এবং সময় ও সুযোগ মত বিক্রয় করিতেন। বাণিজ্য-দ্রব্যাদি নিরাপদে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখার জন্য ইংরাজ কোম্পানী কুঠির চারিদিক ঘিরিয়া উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার উপর কয়েকটি বড় কামান সাজাইয়া রাখিতেন।

ওলন্দাজেরা ইংরাজদিগকে ক্রমশঃ বাণিজ্যে উন্নতি করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। শুধু কলহ নয়,—যুদ্ধ, অন্যায় রূপে হত্যা ইত্যাদি। ওলন্দাজদিগের এই প্রকার নানা দুর্ব্ব্যবহারে ইংল্যাণ্ডের সকলেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। অবশেষে যুদ্ধে ইংরাজদের জয় হইয়াছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়া উঠায়, অন্যান্য ইংরাজ বণিকেরাও ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানী গঠন করিয়া ঠিক ঐ প্রণালীতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে এক শত বৎসর পরে এইরূপ গঠিত বিভিন্ন কোম্পানী একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় এবং ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ কোম্পানী সম্মিলিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী নাম ধারণ করিয়া ইংল্যাণ্ডের রাজার নিকট

সম্মিলিত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী

হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত একচেটিয়া অধিকার প্রাপ্ত হয়।

মাদ্রাজে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ

এইরূপে ইংরাজ বণিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে ভারতের নানাস্থানে বাণিজ্য-বিস্তারের সুব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। প্রথমে মছলিপত্তন নামক স্থান ব্যতীত পূর্ব্বোপকূলে আর কোথাও কুঠি ছিল না। পরিশেষে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে যে ভূখণ্ড ক্রয় করিয়াছিলেন, তথায় ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের অনুমতি লইয়া "ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ" নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পরে মাদ্রাজের অনতিদূরে "ফোর্ট্ সেণ্ট ডেভিড্" নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মাদ্রাজ নগরেরই পূর্ব্ব উপকূলে ইংরাজদের প্রধান বাণিজ্য-স্থান এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হইয়াছিল।

বোম্বাই প্রদেশে ইংরাজদিগের উপনিবেশ

এইবার তাঁহাদের আর একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। পশ্চিম উপকূলে সুরাট নগরেই সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বা ইংরাজদের উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। অতঃপর গগ্‌রা, আমেদাবাদ ও কাম্বে নগরেও ইঁহারা কুঠি স্থাপন করেন। ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় চার্লসের

সহিত ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল রাজকুমারী ক্যাথারাইনের বিবাহ হয়। এই বিবাহে পর্ত্তুগালের রাজা জামাতাকে বোম্বাই দ্বীপ যৌতুক স্বরূপ প্রদান করেন। দ্বিতীয় চার্ল্‌স ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক দশ পাউণ্ড কর ধার্য্য করিয়া, উহার সমুদয় স্বত্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করেন। তখন বোম্বাই ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয় ছিল। চারিদিকে নীল জলধির উত্তাল তরঙ্গমালা। সাগর-বেষ্টিত এই স্থানটিকে মহারাষ্ট্রীয় [illegible] আক্রমণ করিতে পারিত না। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে শিবাজী ইংরাজদের কুঠি ব্যতীত সুরাট নগরের সমুদয় লুণ্ঠন করেন। এজন্য ইংরাজেরা সুরাট অপেক্ষা বোম্বাইকেই পশ্চিম ভারতের কেন্দ্রস্থল করা সঙ্গত মনে করিয়া, এই স্থানে কুঠি স্থাপন করিয়া, নগর সংগঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের বাণিজ্য স্থান

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কুঠি স্থাপনের পর বঙ্গদেশে ইংরাজদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়। সম্রাট্ জহাঙ্গীরের অনুমতি অনুসারে ইংরাজেরা ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পিপ্লি নামক স্থানে এক কুঠি নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং এই স্থানই বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের প্রথম বাণিজ্য-স্থান।

১৬২০ খৃষ্টাব্দে আজ্‌মীর, আগ্রা ও পাটনায় এক একটি কুঠি খোলা হয়। শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা গঙ্গার মোহনা হুগলীতেও একটি কুঠি স্থাপন করেন। ঔরঙ্গজীবের রাজত্বকালে তাঁহারা হুগলীর (গঙ্গা-মুখের) অধিকতর নিকটে কালীকোটা (কালীঘাট), সূতানটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিলেন। কালীকোটা বা কালীঘাট হইতেই পরে এই স্থান কলিকাতা নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইংল্যাণ্ডের তৎ-কালীন নৃপতি তৃতীয় উইলিয়মের নাম হইতে তাঁহারা এই দুর্গের নাম রাখিলেন ফোর্ট্‌ উইলিয়ম। সেই সূতানটি, গোবিন্দপুর ও কালী-কোটাই এখন সমৃদ্ধ ও সুপ্রসিদ্ধ কলিকাতা নগরী।

কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম

ইউরোপের জাতি সকলের মধ্যে সর্ব্বশেষে ফরাসীরা এদেশে আসিয়াছিলেন। এদেশে আসিবার আগে ফরাসীরা মরিশস্‌, বোর্বেবা প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিতেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা একটি বাণিজ্য-সমিতি গঠন করিয়া এদেশে বাণিজ্যার্থ সুরাটে আগমন করেন। ইহার দশ বৎসর

ফরাসীদের আগমন

পরে ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে পঁদেচারী ক্রয় করিয়া তথায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পঁদেচারীকে একটি সুশোভন নগরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। অতঃপর মাহে, কারিকাল প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে চন্দননগরেও একটি বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পঁদেচারীই তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-বন্দরে পরিণত হয়। পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের সঙ্গে যেমন ইংরাজদের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপে ভবিষ্যতে ফরাসীদের সহিতও যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটে।

ওলন্দাজের বাণিজ্য কুঠি

ডাচ্ বা ওলন্দাজেরাও ভারতে কয়েকটা বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পশ্চিম উপকূলে কোচিন্, পূর্ব্ব উপকূলে মাদ্রাজের উত্তরে পলিকট এবং বাঙ্গলায় চন্দননগরের নিকটে চিনসুরা (চুঁচড়া) তাঁহাদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল।

—:০:— —

দ্বিতীয় অধ্যায়

—:০:—

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষের চারিদিকে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। এই সময়ে মারাঠা নৃপতি মহারাজ শাহুর মৃত্যু হয় ও আফ্‌গান নৃপতি মুহম্মদ শা আবদালী প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহও ঐ বৎসরেই পরলোক গমন করেন এবং বৃদ্ধ নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যুতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বিবিধ বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। এই বিপ্লবের ফলেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ও ইংরাজ প্রবল হইয়া উঠিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাশির জঙ্গ্ সুবাদার পদ লাভ করিলেন। নাশিরের ভ্রাতুষ্পুত্র মজাফর জঙ্গও সেই পদ দাবী করিলেন এবং তাঁহার পিতামহ আসফজার এক উইল বাহির করিয়া দেখাইলেন

ভারতে ফরাসী ও ইংরাজ

যে, মজাফর জঙ্গকেই তিনি উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চাঁদ বা চন্দ্ সাহেব নামে একজন সর্দ্দার ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে আর্কটের এক নবাবের জামাতা ছিলেন। চাঁদ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হিন্দুরাজ্য ত্রিচিনাপল্লী অধিকার করেন। এই সময়ে আবার সুবিধা পাইয়া শ্বশুরের স্বত্বাধিকার দাবী করিয়া, সেখানকার বর্ত্তমান নবাব আনোয়ারুদ্দিনের পরিবর্ত্তে কর্ণাটের নবাব হইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে এসময়ে ফরাসীদের প্রাধান্য ছিল। মজাফর জঙ্গ এবং চাঁদ দুইজনেই দেখিলেন যে, ফরাসীদের নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলে, উভয়ের এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সময়ে তাঁহারা দুইজনে সে সময়কার ফরাসী গভর্ণার ডুপ্লের সাহায্য-প্রার্থনা করিলেন। ডুপ্লেও ফরাসী-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ডুপ্লে অত্যন্ত চতুর ও কৌশলী ব্যক্তি ছিলেন। অনেকদিন যাবৎ ভারতবর্ষে থাকার দরুণ এদেশের লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এখানে ডুপ্লের কৃতিত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া লইতেছি। ডুপ্লে ভারত-বর্ষের বাণিজ্যের লভ্যাংশ একমাত্র ফরাসীদের করায়ত্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ ও অন্যান্য প্রতিপত্তি-

শালী বিদেশী ব্যবসায়ীদিগকে তাড়াইয়া দিতে উৎসুক ছিলেন। শুধু তাই নহে, সমগ্র দক্ষিণভারত জয় করিয়া, আপনার শাসনাধীনে রাখিবার দুরাকাঙ্ক্ষাও তাঁহার ছিল।

ডুপ্লের অধীনে এদেশীয় চারিশত সিপাহী ছিল, তিনি তাহাদিগকে ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ-শিক্ষা দিয়াছিলেন। ফরাসী দেশ হইতেও অনেক সৈন্য আনাইয়া ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে ফরাসীরা সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এ সময়ে ইংরাজেরাও ইংল্যাণ্ড হইতে সৈন্য আনাইয়া ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এসময়ে যে তিনবার ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে তিনবারই ফরাসীরা পরাজিত হইয়াছিলেন। তৎকালে মেজর লরেন্স নামে একজন সাহসী ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ অসাধারণ সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংরাজেরাও ফরাসীদের পঁদেচারী অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যখন এইরূপ অবস্থা, এমন সময়ে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে অশান্তির অনল ভারতবর্ষেও এই দুই

জাতির মধ্যে দেখা দিল। তখন ডুপ্লে পঁদেচারীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং ক্লাইব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধীনে অল্প বেতনে সামান্য কেরাণীর কাজ করিতেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে লাবর্দ্দনের নেতৃত্বে কতকগুলি ফরাসী রণপোত এদেশে আগমন করে। লাবর্দ্দন একরূপ বিনাযুদ্ধে মাদ্রাজ নগর অধিকার করিলেন। তখন ইংরাজদের হস্তে পঁদেচারীর কয়েক মাইল দক্ষিণস্থ সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ ব্যতীত আর একটি উপনিবেশও রহিল না। ক্লাইব ও অপর কয়েকজন ইংরাজ এইস্থানে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। আর্কটের নবাব নিরপেক্ষভাবে ফরাসী-দের এই অন্যায় অত্যাচার দূর করিবার জন্য দশহাজার সেনা লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু জয়ী হইতে পারিলেন না। পরিশেষে এড্‌মিরাল বস্কাওলের অধীনে কতকগুলি ইংরাজ রণতরী এদেশে আসিলে, ইংরাজেরাও পঁদেচারী অধিকার করিবার জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে সন্ধি হইলে, এদেশেও অশান্তির অনল কিছুদিনের মত নির্ব্বাপিত হইল। উভয় পক্ষের যুদ্ধ শেষ হইল এবং

ইংরাজেরা ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ নগর পুনরায় ফিরিয়া পাইলেন।

কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ

ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজ জাতির মধ্যে সন্ধি হইয়া গেলেও এখানে সে আগুন নিবিয়াও নিবিল না। ভারত-বর্ষের অধিকার লইয়া পুনরায় কলহ আরম্ভ হইল। ডুপ্লে ফরাসী সৈন্যের বিজয়ে উৎসাহিত হইয়া, কোন-না-কোন মুসলমান রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়া, এদেশে ফরাসী রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত চাঁদসাহেব ও মজাফরের তিনি পক্ষালম্বন করিলেন। ডুপ্লে বুশী-নামক একজন রণদক্ষ সেনাপতিকে তাঁহাদের সাহাযার্থ সসৈন্যে পাঠাইলেন। তিন পক্ষের সৈন্য একত্রিত হইয়া কর্ণাটের রাজধানীর নিকট যুদ্ধে আনোয়ারুদ্দীনকে নিহত করিল। আনোয়ারের পুত্র মহম্মদআলি আত্মরক্ষার্থে সপরিবারে ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় লইলেন। এদিকে মজাফর আপনাকে সুবাদার মনে করিয়া, চাঁদকে কর্ণাটের নবাব করিলেন। কিন্তু অবিলম্বেই নাশিরজঙ্গ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র মজাফরকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করিয়া চাঁদসাহেবকে কর্ণাট হইতে দূর করিলেন। কিন্তু ডুপ্লের বুদ্ধিবলে ও ফরাসীসৈন্যের বীরত্বে মজাফর কারাগার

হইতে মুক্ত হইয়া নিজাম-রাজ্য লাভ করিলেন (১৭৫০ খৃষ্টাব্দে)। এদিকে চাঁদসাহেবও কর্ণাটের নবাব হইলেন। নবাব হইয়া তিনি ত্রিচিনাপল্লীতে মহম্মদ আলিকে অবরোধ করিলেন। ডুপ্লে একরূপ দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মজাফরের মৃত্যু হইলে ফরাসী সেনাপতি বুশী, তদীয় মাতুল সলাবৎজঙ্গকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নিজামের পদে অভিষিক্ত করিলেন। বিপদগ্রস্ত অবরুদ্ধ মহম্মদ আলী ইংরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজেরা ফরাসীদের প্রভাব যাহাতে এদেশে খর্ব্ব-হয় সেজন্য একান্ত উদ্যোগী ছিলেন, কিন্তু এ সময়ে তাঁহাদের এমন সৈন্যবল ছিল না যে, দুইটা দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন; তথাপি একদল ক্ষুদ্র সেনা, অস্ত্র-শস্ত্র ও কিছু খাদ্য-সামগ্রী দিয়া মহম্মদ আলির নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, মহম্মদআলি যেন কোনরূপেই ভগ্নমনোরথ না হন, যেন বেশ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করেন। ক্লাইব এই সৈন্যদলে ছিলেন, তিনি ত্রিচিনাপল্লী প্রবেশ করিবার ও সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিবার সময় অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ক্লাইব মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিয়া গবর্ণরের নিকট

বলিলেন যে, মহম্মদআলির এমন শক্তি নাই যে, বেশি দিন বিপক্ষের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিতে পারেন। কিন্তু একটা সুবিধা এই যে, ফরাসী সৈন্যেরা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। একদল ত্রিচিনাপল্লী, এবং একদল সেনাপতি বুশীর সহিত পঁদেচারীতে রহিয়াছে। কর্ণাটের প্রধান নগর আর্কট রক্ষার্থ সেখানে অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য আছে; অতএব এই সুযোগেই আর্কট আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত। ক্লাইবের এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া, মাদ্রাজের গবর্ণর ক্লাইবের অধীনে দুইশত ইংরাজ সেনা এবং তিন শত দেশী সিপাহী দিয়া ক্লাইবকেই আর্কট অবরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এই সৈনিকদলের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন, যাঁহারা কোনদিন অস্ত্র ধারণ করেন নাই।

মাদ্রাজ হইতে আর্কট প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। পথিকেরা আর্কটে সংবাদ প্রচার করিল যে, ক্লাইব সসৈন্যে আর্কট অবরোধ করিবার জন্য আসিতেছেন। ক্লাইব কোন-দিকে কোন কিছু লক্ষ্য না করিয়া নির্ভীক ও নিস্পন্দভাবে ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের মধ্য দিয়া আর্কট অবরোধের জন্য পথ চলিতে লাগিলেন।

আর্কট অবরোধ

ছয়দিনে ক্লাইব আর্কট যাইয়া পৌছিলেন। তিনি এক দ্বারা

দিয়া আর্কটে যাইয়া প্রবেশ করিলেন. অপর দ্বার দিয়া চাঁদসাহেবের সৈনিকেরা পলায়ন করিল। ক্লাইব একরূপ বিনাযুদ্ধে আর্কট অধিকার করিলেন। চাঁদসাহেব তাঁহার পুত্র রাজা সাহেবকে নগর পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বিস্তর সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। ক্লাইব এরূপ সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন যে রাজা সাহেব, বহু সৈন্য সহ ৫৩ দিন পর্য্যন্ত আর্কট নগরে ক্লাইব ও তাহার সৈন্যদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল, কিন্তু আর্কট দুর্গ ও নগর পুনঃ অধিকার করিবার চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হইল। এই সময়ে মাদ্রাজের গবর্ণার ক্লাইবের সাহায্যের জন্য আরও কতক সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। রাজা সাহেব এই সংবাদ জানিতে পারিয়া দুর্গ অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না, তিনি পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। যাহারা পূর্ব্বে ক্লাইবকে আর্কটে অবরোধ করিয়াছিল, তাহারাই এখন তাঁহার হাতে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। আর্কটের অবরোধ-কালে প্রভুভক্ত সিপাহীরা খাদ্যদ্রব্যের অভাবে নিজেরা ভাতের ফেন খাইয়া, ইংরাজসৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিয়াছিল।

চাঁদসাহেব তাঞ্জোরের মারাঠা রাজার হাতে পড়িয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে প্রাণ হারাইলেন।

চাঁদ সাহেবের মৃত্যু

মহম্মদ আলি নির্ব্বিবাদে মহাধূমধামের সহিত কর্ণাটের নবাব হইলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-আলির মৃত্যু হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর, কর্ণাটে ফরাসীদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে আর্কট অবরোধের এই ঘটনা দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ ইতিহাসের গতি অন্যদিকে পরিচালিত করিল। এই সময় হইতে দিন দিন ইংরাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ফরাসীরা দিন দিন হীনবল হইতে আরম্ভ করিলেন।

আর্কট-যুদ্ধে বিজয়ী হইবার পর ক্লাইবের বীরত্বখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। এই যুদ্ধের পর কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্লাইব অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ইংল্যাণ্ড চলিয়া যান। তিনি বিলাতে প্রত্যাগমন করিলে, বিলাতবাসী তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে প্রগাঢ় আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে হীরক-খচিত একখানি তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। ক্লাইব কিন্তু তাঁহার বন্ধু ও সেনাপতি মেজর লরেন্সকেও ঐরূপ উপহার প্রদান না করিলে, উহা

গ্রহণ করিবেন না, এইরূপ বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার মহত্ত্ব ও সহৃদয়তার পরিচায়ক *।

ডুপ্লে এই ঘটনায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হইলেও এই গোল-যোগের জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই ডুপ্লেকে পদচ্যুত করিলেন। এজন্য ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে ডাকিয়া পাঠান হইয়াছিল। ডুপ্লের ন্যায় রাজনীতিবিদ্ পণ্ডিত সে সময় অতি অল্পই ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বণিক্। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ইনি চন্দননগরের শাসনকর্ত্তা হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। বাণিজ্যের উন্নতি করিয়া তিনি চন্দননগরকে সমৃদ্ধিশালী নগর করিয়া তুলিয়াছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি পঁদেচারীর শাসন-কর্ত্তা হন এবং ফরাসীদিগের প্রাধান্য স্থাপিত করিবার নিমিত্ত কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে প্রথমে জয়লাভ করার জন্য ডুপ্লে ফ্রান্সের রাজার নিকট হইতে 'মার্কুইস্' উপাধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু পরিশেষে পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দারিদ্র্য-ক্লেশ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সঞ্চিত ব্যক্তিগত সমগ্র ধন তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে

ডুপ্লের পরিণাম

* British India by R. W. Frazer, Page 89

ফরাসী-প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিশেষে পদচ্যুত হইয়া, তাঁহাকে ভয়ে, দারিদ্র্য-দুঃখে জীবন হারাইতে হইয়াছিল। ডুপ্লে মৃত্যুর পূর্ব্বে দুঃখের সহিত লিখিয়াছিলেন—

"My services are treated as fables, my demand is denounced as ridiculous; I am treated as the vilest of mankind; I am in the most deplorable indigence."

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে পুনরায় বিবাদ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও উভয়জাতির মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধই ইংরাজ ও ফরাসী জাতির শেষ যুদ্ধ। এই সময়ে লালি নামক একজন ফরাসী এদেশের সেনাপতি ছিলেন। তিনি ফরাসী দেশ হইতে এদেশে অতি অল্প দিন যাবৎ আসিয়াছিলেন; এদেশে যে সকল ফরাসী ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন, এজন্য নিজেদের মধ্যেও প্রীতির ভাব ছিল না। লালিকে পদে পদে অপদস্থ করিতে পারিলেই তাহারা আনন্দিত হইত। সেনাপতি লালি বুশীকে হায়দারাবাদ হইতে পঁদেচারীতে আসিবার

ইংরাজ জাতির প্রাধান্য লাভ—কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ

জন্য আদেশ করেন। বুসি আসিবার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজদের ফোর্ট সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া দেন। বুশী লালিকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি হায়দারাবাদ পরিত্যাগ করিলে,ও অঞ্চলে আর ফরাসীদের কোন প্রাধান্য রহিবে না। লালি তাহা শুনিলেন না, বুশী হায়দারাবাদ ছাড়িয়া আসিলেন ; কিন্তু লালি তাঁহার আগমনের অপেক্ষা না করিয়াই মাদ্রাজের দুর্গ ভূমিসাৎ ও উক্ত নগর আক্রমণ করিলেন। ইংরাজ-সেনাপতি লরেন্স অবরুদ্ধ হইয়া রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে ইংল্যাণ্ড হইতে কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ আসিয়া পৌছিল ; লালি বাধ্য হইয়া মাদ্রাজ নগর পরিত্যাগ করিলেন। অবশেষে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজপক্ষের কর্ণেল কূটের সহিত বন্দীবাস নামক স্থানে লালির ঘোরতর সংগ্রাম হইল : তাহাতে লালী পরাজিত এবং বুশী বন্দী হইলেন। অতঃপর কূট ফরাসীদের প্রধান নগর পণ্ডিচারী অবরোধ করিলেন, ফরাসীরা খাদ্যাভাবে ইংরাজদের বশ্যতা স্বীকার করিল। তারপর কয়েকমাসের মধ্যেই জিঞ্জিরি গিরিদুর্গও ইংরাজদের অধিকৃত হইল। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী ইংরাজ ও ফরাসীর মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া যায় এবং উভয়-জাতির মধ্যে সন্ধি হওয়ায় ফরাসীরা সন্ধিবলে পঁদেচারী,

চন্দননগর প্রভৃতি ফিরিয়া পাইলেন বটে ; কিন্তু ভারতবর্ষে আর তাঁহারা কোনরূপ প্রাধান্য-বিস্তারে সমর্থ হইলেন না। মাদ্রাজে ইংরাজ বণিক্‌দিগকে আক্রমণ করিয়া ফরাসীরা প্রথমে এই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন ; পরে ইংরাজেরা বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইয়া দক্ষিণভারতে প্রবল শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হইলে, এই দীর্ঘকালের কলহ ও যুদ্ধের অবসান হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

—:*:—

বঙ্গদেশে ইংরাজ-অধিকার

ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, কবির কথায় সত্যই বলিতে হয়—"বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী রাজদণ্ডরূপে।" ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ইংরাজ বণিক্‌গণের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইবার পর বাঙ্গালাদেশে ইংরাজদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুঘল রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচার ও অবিচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইংরাজেরা বাঙ্গলাদেশের কোন কোন স্থান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সুরক্ষিত করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। এ সময়ে হুগলীর ইংরাজ বণিক্‌দের সঙ্গে মুঘল সুবাদারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ঐ সংঘর্ষের ফলে ইংরাজেরা জয়লাভ করিলেও তাহাদের কাছে হুগলী নিরাপদ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইল না। তাঁহারা তৎকালীন দলপতি জব চার্ণকের অধীনে বর্ত্তমান কলিকাতার

কলিকাতার আদিম ইতিহাস

উত্তরভাগ সূতানটি গ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। সে সময়ে সূতানটি নিম্ন জলাভূমির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অস্বাস্থ্যকর গ্রাম মাত্র ছিল। অধুনা উহা কলিকাতার উত্তর ভাগের এক অংশ।

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের শোভাসিংহ নামে একজন জমিদার মুঘল সুবাদারের বিপক্ষে বিদ্রোহ করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

ওড়িষ্যার আফ্‌গান সর্দ্দারের সহযোগিতায় তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা এই সুযোগে আপনাদিগকে সুরক্ষিত করিবার জন্য সুবাদারের নিকট দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, কলিকাতায় ফোর্ট্ উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে ইংরাজেরা ঐ দুর্গের নাম ফোর্ট্ উইলিয়ম রাখেন। আনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ঔরঙ্গজীবের পৌত্র এবং বাদশাহ ফররুক্‌সায়রের পিতা বাঙ্গালায় নবাব আজিম্ উশ্‌শানের নিকট হইতে সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করেন। এই তিনটি পল্লী হইতে যে নগরীর প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাই অধুনা বৃহৎ কলিকাতা মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ বণিক্‌গণের প্রথম আগমন সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, একরাত্রে পিতৃগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কক্ষ-পার্শ্বস্থ প্রদীপের অগ্নি পরিচ্ছদে লাগিয়া যাওয়াতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধা শাহজাহান-দুহিতা জাহানারা বিশেষভাবে দগ্ধ হন্। তাঁহার জীবনের আশা সম্রাট্ পরিত্যাগই করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাউটন নামক জনৈক ইংরাজ ডাক্তার চিকিৎসা দ্বারা তাঁহাকে সত্বর নিরাময় করেন। সম্রাট্ ডাক্তারের কার্য্যে বিশেষ আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। যাহাতে তাঁহার স্বদেশীয়েরা বাঙ্গালায় বিনাশুল্কে ব্যবসা করিতে পারেন, ব্রাউটন সেই প্রার্থনা জানান। ডাক্তারের অভিপ্রায় অনুসারে সম্রাট্ একখানি সনন্দ দান করেন এবং সেই সনন্দের বলে ইংরাজ বাঙ্গালায় আগমন করিয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। সম্প্রতি ঐতিহাসিকগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

সে যাহাই হউক না কেন, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতায় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত কুঠি তিনটি ভারতবর্ষে ইংরাজদের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল হইল এবং এই তিনটি প্রেসিডেন্সী নামে অভিহিত হইল। প্রত্যেক

প্রেসিডেন্সীর কার্য্যভার এক একজন শাসনকর্ত্তা বা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত হইল এবং তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি সভা-কাউন্সিল নিযুক্ত হইল।

প্রথম যুগে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হুগলী, বালেশ্বর, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রাজমহল, মালদহ প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ইংরাজ বণিক্‌গণ ব্যবসার্থ যে মাল এদেশে আনিতেন, তাহা কোন প্রকাশ্য স্থানে নিলামে চড়াইয়া বিক্রয় করিতেন এবং ক্রেতা মালের মূল্য অনুযায়ী, কিছু দাম সেই সময়ে দিয়া গৃহে লইয়া যাইত এবং বাকী দাম পরে পরিশোধ করিত।

বঙ্গদেশে ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসার চরম উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম হইতেই কোম্পানীর ব্যবসার মধ্যে নানারূপ অন্যায় চাতুরী চলিতেছিল। সেকালে বিলাতের ইংরাজ জন-সমাজে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে 'Rob Indian and Come home'—ইহা জন প্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাদের প্রথম আমল হইতেই তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগকে ব্যক্তিগত ভাবেও ব্যবসা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; কাজেই

কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা নিজেদের স্বার্থকে যত বড় মনে করিত, কোম্পানীর লাভালাভ বা স্বার্থটাকে তত বেশি মনে করিত না। এমন কি, প্রথম অবস্থায় এত মাল আমদানী হইত যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের ঘুষ দিয়া তবে দেশীয় বণিকেরা মাল বিক্রয় করিতে পারিত। জব চার্ণক নিজে দস্তুরী লইয়া তবে দেশীয় ব্যবসায়ীদের মাল গ্রহণ করিতেন। তাহা ছাড়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা মাল আমদানীর সুবিধা ও সুযোগ গ্রহণ করিয়া, দেশীয় বণিক্‌দের প্রতারণা করিয়া যে লাভবান্ হইত, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এই সব কারণে নবাবেরা ইংরাজের বাণিজ্য-পদ্ধতিকে বিশেষ ঘৃণা করিতেন এবং কোম্পানীর কর্ম্ম-চারীদের কার্য্য-কলাপের উপর তীব্র দৃষ্টি রাখিতেন। নবাব শায়েস্তা খাঁ ইংরাজ-দূতকে সভা হইতে তাড়াইয়া দেন, কারণ ইংরাজকে তিনি 'কলহ-প্রিয় অসাধু ব্যবসায়ী' বলিয়া অভিহিত করেন। ইংরাজ বণিক্‌দের প্রতি এবং তাঁহাদের বাণিজ্যের প্রতি নবাবগণের এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইংরাজের ব্যবসায়-পদ্ধতি

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা যখন বালাজীরাও পেশোয়ার অধীনে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে সময়

ইংরাজেরা তাঁহার আক্রমণ-ভয়ে বাঙ্গালার সে সময়কার নবাব আলিবর্দ্দীর আদেশক্রমে তাঁহাদের কলিকাতার দুর্গ সুরক্ষিত করিবার জন্য পরিখা-খননের অনুমতি গ্রহণ করেন। উহা এখনও 'মারাঠা-ডিচ্' (বা খাত) নামে পরিচিত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অন্ধকূপ হত্যার ও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার ইতিহাস ব্রিটিশ ভারতের শ্রীবৃদ্ধির সহিত গৌরবান্বিত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেষ্টিংশের গভর্ণরের পদ লাভ করিবার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশের নবাবগণ

সম্রাট্ ঔরঙ্গজীব ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন। ইউরোপীয় ইতিহাসে তিনি জাফর খাঁ নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলি খাঁ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু পারস্যদেশে দাসরূপে প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর নিজ প্রতিভা ও সৌভাগ্য-বলে বঙ্গদেশের সুবাদারের পদে

মুর্শিদকুলি খাঁ

অধিষ্ঠিত হন্। তাঁহার সময়ে বঙ্গে নাটোর প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় জমিদারির পত্তন হয় ও দুর্ভাগ্যক্রমে মহারাজ সীতারাম রায় তাঁহার ক্ষণস্থায়ী রাজ্য হারান্। তাঁহারই নামানুসারে রাজধানীর মুর্শিদাবাদ নামকরণ হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বঙ্গের সুবাদার হইলেন। তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও দিল্লী-সম্রাটের একান্ত অনুগত ছিলেন। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে বিলাসী ও অলস সরফরাজ খাঁ পিতার মৃত্যুর পর তক্ত-তাউসে উপবেশন করিলেন। কিন্তু পর বৎসরই বিহারের তুর্কী জাতীয় শাসন-কর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজকে হত্যা করিয়া, নিজকে বঙ্গ বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন। দিল্লী হইতে আপত্তি উত্থাপিত হইলে, সুচতুর আলিবর্দ্দী দিল্লীর সম্রাট্ মুহম্মদ শাহকে এবং তাঁহার দরবারের ওমরাহগণকে প্রায় এক কোটি সতের লক্ষ টাকার উপঢৌকন পাঠাইয়া, উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। পরে দিল্লীর বাদশাহকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন।

এসময়ে নাগপুরের মারহাট্টা বংশের ভোঁশ্লা রাজাদের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত একদল

মারহাট্টা ঘোড়সোয়ার লইয়া বাঙ্গালাদেশের বহুস্থান লুণ্ঠন করিতে থাকেন। মারহাট্টা ঘোড়সোয়ারকেই বর্গী বলিত। আলীবর্দ্দী খাঁ কোনরূপেই তাহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে সন্ধি করিবার ছলে ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ শিবিরে আনয়ন করিয়া হত্যা করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের এই শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য পর বৎসর বর্গীরা বহু লোকজন লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিল। আলীবর্দ্দী নিরুপায় হইয়া তাহাদিগকে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা ও ওড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিলেন।

বর্গার হাঙ্গামা

বাঙ্গালাদেশে বর্গীর অত্যাচারের ন্যায় অত্যাচার কোন দিন হয় নাই। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব আলবর্দ্দী খাঁ পরলোক গমন করেন। আলীবর্দ্দী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা অর্থাৎ "রাজ্যের প্রদীপ" বাঙ্গালার নবাবের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

নবাব সিরাজদ্দৌলা

সিরাজদ্দৌলা এসময়ে চব্বিশ বৎসর বয়স্ক যুবক ছিলেন। সিরাজ আলিবর্দ্দীর অত্যন্ত প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন। কথিত আছে, মাতামহের অতিরিক্ত স্নেহ ও আদর লাভ করিয়া,

কিশোর বয়স হইতেই সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন; কাহারও পরামর্শ শুনিতেন না।

সিরাজের ইংরাজ-বিদ্বেষ

বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদার তরুণ সিরাজ প্রথম হইতেই ইংরাজদের বাঙ্গালাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাধান্য ও উন্নতি একান্ত সন্দিগ্ধচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। দুর্গ নির্ম্মিত হইতেছে, গড়খাই খনিত হইতেছে, দেশী ও বিলাতী সিপাহী নিযুক্ত হইতেছে,—অর্থাৎ ব্যবসায়ী ইংরাজ চারিদিক দিয়াই আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আপনাদিগকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; ইহাতে তাঁহার ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ বিশেষভাবেই ফুটিয়া উঠিল।

রাজবল্লভ ও কৃষ্ণদাস

সিরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইংরাজের সহিত বিরোধ বাধাইলেন। তখন ঢাকার ডেপুটি গবর্ণার রাজা রাজবল্লভ। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস সিরাজের ক্রোধাগ্নিতে পতিত হইলেন। যে কোন কারণেই হউক, নবাব রাজা রাজবল্লভের সমস্ত বিষয়-সম্পদ আত্মসাৎ করিবার মানস করিয়া-

ছিলেন। এই নিমিত্ত রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস কতক পৈত্রিক সম্পত্তি লইয়া কলিকাতাস্থ ইংরাজদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নবাব কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিবার জন্য ইংরাজদের নিকট আদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইংরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ ড্রেক্ সাহেব আশ্রিতকে শক্রহস্তে প্রদান করিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে সিরাজ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রথমে ইংরাজদের কাশীমবাজারের কুঠি অধিকার করিলেন। হল্‌ওয়েল নামে একজন ইংরাজ বেশ বীরত্বের সহিত মাত্র ১৯০ জন ইংরাজ সৈনিক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে ইংরাজেরা পরাজিত হইলেন এবং নবাব কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিলেন। কলিকাতার অধ্যক্ষ নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। অনেকে পলাইয়া জীবন-রক্ষা করিল। যাহারা পারিল না, তাহারা নবাবের হাতে বন্দী হইল।

নবাবের একজন কর্ম্মচারী ইংরাজ বন্দীদিগকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে এক রাত্রির জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরদিন দেখা গেল—তাঁহাদের অনেকে ঐ ক্ষুদ্র কক্ষের ষিত বাতাসে শ্বাসবন্ধ হইয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। কয়জন বন্দীকে ঐ ক্ষুদ্র

অন্ধকূপ-হত্যা

কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইতিহাসে এই ঘটনাই অন্ধকূপ-হত্যা নামে পরিচিত। 'অন্ধকূপ হত্যার' জন্য সিরাজদ্দৌলার কোন দোষ ছিল না। আধুনিক অনেক দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকের মতে অন্ধকূপ-হত্যা আদৌ ঘটে নাই, উহা অলীক কাহিনী মাত্র। সে যাহাই হউক না, যদি এই ঘটনা সত্যই ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলেও সিরাজ যে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সিরাজের এই কলিকাতা আক্রমণের সময় ইংরাজ সৈন্যগণের অধ্যক্ষ কাপ্তান মিন্‌চিন (Captain Min Chin) এবং গভর্ণার মিঃ ড্রেক্ (Mr. Drake) ভীত হইয়া সঙ্গীদলকে লইয়া জাহাজে চড়িয়া পলায়ন করিয়া একান্ত কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক এইরূপ পলায়নের কলঙ্কের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"Well might it be imagined that history could never hand down a tale of fouler shame and infamy". [—British India]

এই সংবাদ মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিলে, তাঁহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত হইয়া

ইংরাজদিগের কলিকাতা পুনরধিকার ও ফরাসডাঙ্গা আক্রমণ

উঠিলেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব্ লণ্ডনে গমন করিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি এসময় এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন মান্দ্রাজে এড্‌মিরাল ওয়াট্‌সনের অধীনে ইংলণ্ডাধীশ্বরের কতকগুলি যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। ক্লাইব্ ও ওয়াটসন্ সাহেব যতশীঘ্র পারিলেন ৯০০ শত গোরা ও ১৫০০ দেশী সিপাহী লইয়া জলপথে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিলেন। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া ক্লাইব্ ও ওয়াটসন্ প্রথমে সিরাজদ্দৌলার বাধা না মানিয়া ফরাসীদের অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করিলেন। ঠিক্ এই সময়ে ইউরোপে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ চলিতেছিল। তারপর ক্লাইব অতি সহজেই কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিলেন। নবাব সন্ধি করিলেন। সন্ধি-বলে কোম্পানী আপনাদিগের যাবতীয় ক্ষমতা পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপও প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন।

সিরাজদ্দৌলা এইরূপ সন্ধি করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার অন্তর-মধ্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষের আগুণ প্রজ্জ্বলিত ছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন। এদিকে তাঁহার অত্যাচার ও উৎপীড়নে মন্ত্রী রায় দুর্লভ, প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, কোষাধ্যক্ষ জগৎশেঠ্, নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র ও আমীর চাঁদ বা উমি চাঁদ নামক একজন ধনাঢ্য বণিক্ সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য ক্লাইবের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইবও সন্তুষ্ট চিত্তে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিলেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সন্ধিপত্রে এইরূপ স্থির হইল যে, ইংরাজেরা সৈন্য দিয়া বিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবেন এবং সিরাজের পতন হইলে মীরজাফর নবাবী পাইবেন। এই সকল স্থির হইলে, উমিচাঁদ বলিলেন যে, যদি তাঁহাকে ত্রিশলক্ষ টাকা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি সমস্ত মন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিয়া দিবেন। সুচতুর ক্লাইব উমিচাঁদকে আশ্বস্ত করিবার জন্য দুইখানি সন্ধিপত্র প্রস্তুত করিলেন। যেখানি সত্য, তাহাতে উমিচাঁদকে টাকা দিবার কোন কথা রহিল না। অপর কৃত্রিমখানিতে উমিচাঁদকে টাকা দিবার কথা লিখিয়া তাঁহাকে বৃথা আশায় আশ্বস্ত করিয়া রাখিলেন।

অতঃপর ক্লাইব [১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন] ৯৫০

জন গোরা সৈনিক, ২০০০ তৈলিঙ্গী সিপাহী ও আটটী কামান লইয়া নদীয়া জেলা পার হইয়া পলাশী নামক পল্লীর মাঠে উপস্থিত হইলেন। পলাশী মুর্শিদাবাদ শহর এবং কাশীমবাজার হইতে অধিক দূরে নহে। নবাব সিরাজদ্দৌলাও রণক্ষেত্রে ৫০,০০০ পদাতিক, ১৮,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০টি কামান লইয়া উপস্থিত হইলেন। কয়েকজন ফরাসী সৈনিকও নবাবের দলভুক্ত ছিল। সেণ্ট্‌ফ্রেইজ্‌ নামে একজন ফরাসীবীর ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্লাইব নবাবের পক্ষে এত অধিক সৈন্য দেখিয়া যুদ্ধ করিবেন কিনা তাহাই ভাবিতেছিলেন; কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে যুদ্ধ না করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধ

২৩শে জুন প্রাতে ছয়টার সময় নবাব সমস্ত কামান লইয়া ইংরাজ-সৈন্য আক্রমণ করিলেন। ক্লাইব মৃত্তিকা-প্রাচীর-বেষ্টিত এক আম্রকাননের মধ্যে থাকিয়া সৈন্যদিগকে নবাবের গোলাবৃষ্টি হইতে রক্ষা করিলেন। বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মীরজাফরের অধীনে অধিক সংখ্যক পদাতিক ছিল; তাঁহার সৈনিকগণ যুদ্ধে কোনরূপ সাহায্য করিল না। মোহনলাল, মীরমদন



লর্ড ক্লাইভ্

[ভাস্কর জন্ টুইড্ কর্ত্তৃক ক্ষোদিত পাষাণমূর্ত্তি]

প্রভৃতি প্রভুভক্ত এবং স্বদেশভক্ত বীরগণ সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া প্রাণপণ করিয়া নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেনাপতি মীরমদন আহত হওয়ায় সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। নবাব স্বয়ং ভীত হইয়া, উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক দুই সহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া মুর্শিদাবাদের দিকে পলায়ন করিলেন। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

হতভাগ্য নবাব পরাজিত হইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই ধৃত হইয়া, নিহত হইলেন। যুদ্ধের পর ক্লাইব্ মীরজাফরকে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভিবাদন করিলেন। মীরজাফর কোম্পানীকে বহু টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন; এবং তাহাদের সাহায্যের পুরস্কার স্বরূপ কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ চব্বিশটি পরগণার জমিদারী দান করিলেন। এই দিনই ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূচনা হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

বাঙ্গালার নবাব

মীরজাফর

মীরজাফর যে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা বাঙ্গালার সিংহাসন ইংরাজের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। পলাশীর যুদ্ধকে যুদ্ধ না বলিয়া বাজীকরের ভেল্কী বলাই বোধ হয় সমীচীন। যুদ্ধক্ষেত্রে হতভাগ্য সিরাজ সেনাপতি মীরজাফরের পদতলে মুকুট রক্ষা করিয়া তাঁহাকে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে এবং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলকে শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য করুণ মিনতি জানাইয়াছিলেন; কিন্তু মীরজাফর ও তাহার বিশ্বাসঘাতক সৈন্যদল এতটুকু বিচলিত হয় নাই, একপদ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করে নাই। তাহারি ফলে সমুদয় ধন, রত্ন, হস্তী, অশ্ব, গো, রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র সমুদয় পলাশীর ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া সিরাজকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল এবং অবশেষে নির্ম্মম ভাবে ঘাতকের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে ইংরাজ সৈন্যেরা যখন রণসজ্জায় সজ্জিত অবস্থায় মীরজাফরকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিল, তখন ভীরু কাপুরুষ মীরজাফর ভয়ে পলায়নপর হইয়াছিলেন,—পরিশেষে ক্লাইব আসিয়া যখন তাঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার সুবাদার বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তখন তাঁহার ভয় দূর হইল।

বিজয়ী ক্লাইব যখন সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন নগরের সম্ভ্রান্ত, ধনী ও বণিকেরা দলে দলে আসিয়া ক্লাইবকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিল এবং যাহাতে তাঁহার সৈন্যেরা নগর লুণ্ঠন না করে, সে জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। ক্লাইবের দুই দিকে বণিকগণ ধন-রত্ন লইয়া তাহাকে উপঢৌকন দিতে আরম্ভ করিল। সিরাজদ্দৌলার ধনভাণ্ডারে স্তূপীকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, ধন, রত্ন, টাকা-কড়ি সঞ্চিত ছিল। কোষাধ্যক্ষ অগ্রসর হইয়া ক্লাইবের মস্তক রত্নাভরণে সুশোভিত করিলেন। পরবর্ত্তীকালে ক্লাইব যখন পার্লামেণ্টের হাউস্ অব্ কমন্সে—লুণ্ঠন, পীড়ন, প্রভৃতি বিবিধ অপরাধে বিচারাধীন ছিলেন, বিশেষতঃ চৌর্য্যাপরাধও যখন তাঁহার উপর নিপতিত হইয়াছিল, তখন ক্লাইব সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"By God, Mr.

Chairman, at this moment I stand astonished at my own moderation."

ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষতিপূরণের জন্য, বিজয়-গৌরবের পারিতোষিকের জন্য এবং নিজের ব্যক্তিগত পারিশ্রমিকরূপে নূতন নবাব সরকারে যে টাকার দাবী করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়জনক! তিনি সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের ফলে কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেজন্য ১০,০০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিলেন। সিরাজদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণের ফলে যে সকল নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দাবী করিলেন—৮,০০০,০০০ টাকা। সৈন্যদলের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ২,৫০০,০০০ টাকা, নৌ-বহরের জন্য ২,৫০০,০০০ টাকা এবং গভর্ণার ও সিলেক্ট কমিটির সভ্যগণের নিমিত্ত-ও অনেক টাকা দাবী করিয়াছিলেন। ক্লাইব নিজের জন্যও নানাভাবে অনেক টাকা দাবী করিয়াছিলেন। কমিটির সভ্যরূপে ২৮০,০০০ টাকা, সেনাপতিরূপে ১,৬০০,০০০ টাকা এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগতরূপে ২,০৮০,০০০ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে একটাকা ২শিলিং ৬ পেন্সের সমতুল্য ছিল।

মীরজাফর কোম্পানীর ও ক্লাইবের এই দাবী সম্পূরণের জন্য প্রজাসাধারণের প্রতি ঘোর উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ বাধিল। ক্লাইব পুনরায় এই বিদ্রোহ দমনের জন্য আহূত হইলেন। ক্লাইব দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া মীরজাফরকে প্রদান করিয়া সিংহাসনে যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত এক কোটি টাকা অর্থের দাবী করিয়াছিলেন। মীরজাফর অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন; তিনি ইংরাজদের সমুদয় ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেন না। তথাপি ক্লাইব, ড্রেক্ প্রভৃতি সকলেই অর্থ পাইয়াছিলেন। কথিত আছে, বেচারা উমিচাঁদ কিছুই পান নাই, তিনি টাকার শোকে উন্মাদপ্রায় হইয়াছিলেন। আবার অনেকে বলেন, তাহা সত্য নহে, উমিচাঁদ টাকার শোক কাটাইয়া উঠিয়া পরে ব্যবসা-বাণিজ্যও করিয়াছিলেন।

নবাব মীরজাফর

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডের অধিনায়কত্বে ফরাসী অধিকৃত মছলিপত্তন দখল করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশ হইতে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। মছলিপত্তনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

উত্তর সরকার অধিকার

নিজাম এইবার ফরাসীদিগকে ত্যাগ করিয়া, ইংরাজ পক্ষের সহিত সন্ধি করিলেন এবং ফরাসীরা যে জায়গীর ভোগ করিতেছিলেন, তাহা ইংরাজদিগকে দিলেন।

ক্লাইব মীরজাফরকে দিল্লীর বাদশাহের বিনানুমতিতেই বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্য তৎকালীন্ দিল্লীর বাদশাহের পুত্র শাহ আলম্ অযোধ্যার নবাবের সহিত এক বৃহৎ সৈন্য-দল লইয়া পাটনা আক্রমণ করিলেন। মীরজাফর এই সংবাদে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অর্থদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বাদশাহ-তনয়কে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন; কিন্তু ক্লাইব সাহসের সহিত কিছু সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন, —ফলে বাদশাহ-তনয় এবং অযোধ্যার নবাব হটিয়া গেলেন।

মীরজাফর নবাব হইলেও ইংরাজের হাতে পুতুল মাত্র ছিলেন। তাঁহার কাছে এইরূপ অবস্থা বড় ভাল লাগিতেছিল না। এইজন্য তিনি গোপনে চুঁচুড়ার

ওলন্দাজের সহিত ষড়যন্ত্র

ওলন্দাজ বণিক্‌দের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ক্লাইব ইহা জানিতে পারিয়া, উত্তর-সরকার-বিজয়ী কর্ণেল ফোর্ড্‌কে চুঁচুড়ার দিকে এবং

অন্য এক ব্যক্তিকে গঙ্গাবক্ষে ওলন্দাজের জাহাজ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ওলন্দাজেরা চারিদিক্ দিয়া বিপন্ন হইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধি করিল। ক্লাইব এই ঘটনার কিছু দিন পরেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন।

মীরজাফর অত্যন্ত বিলাসী ও অমিতব্যয়ী ছিলেন। তাহার পর তিনি অতিরিক্ত অহিফেন সেবন করার দরুণ একেবারে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্লাইব্ চলিয়া গেলে পর দেশে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নানারূপ অত্যাচারে দেশে হাহাকার উপস্থিত হইল। এসময়ে আবার বাদশাহ-পুত্র 'দ্বিতীয় শাহ্ আলম' উপাধি ধারণ করিয়া, পুনরায় অযোধ্যার নবাবের সাহায্যে বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেন। এইবার ইংরাজেরা মীরজাফরের সহায়তায় অগ্রসর হইয়া সম্রাটের সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। মীরজাফরের অযোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় এবং তাঁহার জামাতা মীরকাশিম ইংরাজদের ঋণ পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করায় কোম্পানীর তদানীন্তন গভর্ণার ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিলেন। ভ্যান্সিটার্ট ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি হইলেও

অত্যন্ত দুর্ব্বল চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার কোনও প্রভাব ছিল না। তিনি কাউন্সিলের মেম্বারদের অত্যাচার নিবারণ করিতে সমর্থ হন নাই; এজন্যই বাঙ্গালাদেশে বিবিধ অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল।

মীরকাশিম

মীরকাশিম বাঙ্গালার নবাব হইয়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর এই তিনটি জেলা প্রদান করিলেন এবং রাজ্যের অনাবশ্যক ব্যয় কমাইয়া, ইংরাজদের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিলেন। মীরকাশিম সাহসী, বুদ্ধিমান এবং কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার সুযোগ লাভের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলেন। তদুপরি ইংরাজদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি ইউরোপীয় প্রথায় সৈনিকদিগকে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করিলেন।

এসময়ে দিল্লীর সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ আলম্ বিহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন; মীরকাশিম পাটনায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া করদানে সম্মত হইয়া, বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার সনন্দ লইলেন।

সে সময়ে বাণিজ্যের উপর এদেশের সকল লোকেরই শুল্ক দিতে হইত, কেবল দিল্লী-সম্রাটের সনন্দ অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শুল্ক লাগিত না। এসময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অল্প বেতন হেতু কোম্পানীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া নিজেরাও ব্যবসা করিতেন। কিন্তু মোটা শুল্কের জন্য বিশেষ লাভ না হওয়ায় তাহারা আপনাদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া দিয়া, নিজ নিজ বাণিজ্যের প্রসার করিতেন।

ইংরাজের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ

দেশীয় বণিকেরা ইংরাজ কর্ম্মচারীদের নিকট ছাড়্ ক্রয় করিয়া আপনাদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া শুল্ক বন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। মীরকাশিম এইরূপ অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই উহা দমন করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে নবাব ইংরাজদের নিকট ইহার প্রতিকারের জন্য অভিযোগ করিলেন; কিন্তু কলিকাতার সভ্যদের মধ্যে কেহই এবিষয়ে মনোযোগী হইলেন না। মীরকাশিম এইরূপ অন্যায় ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ প্রচার করিলেন যে, কি দেশী, কি বিদেশী কোন বণিক্‌কেই

আর শুল্ক দিতে হইবে না। সুতরাং সকলেই বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার প্রাপ্ত হইল। ইংরাজেরা মীরকাশিমের এই আদেশ নিজেদের পক্ষে ঘোর অনিষ্টকর বিবেচনা করিলেন; কাজেই তাঁহাদের সহিত নবাবের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

ইংরাজদের সহিত মীর কাশিমের যুদ্ধ

মীরকাশিম বাণিজ্যশুল্ক একেবারে তুলিয়া দিয়া ন্যায়সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজেরা আপনাদের স্বার্থহানি হয় বলিয়া যুদ্ধের সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে এলিস্ নামে একজন ইংরাজ পাটনার কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। এলিস্ মীরকাশিমের এই ব্যবস্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া জোর করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন। নবাব মীরকাশিম এই অপমান সহ্য করিলেন না; তিনি এলিস্ ও তাহার সঙ্গিগণকে কারারুদ্ধ করিলেন। এই ঘটনার পর কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কাশিমের সুশিক্ষিত সৈনিকবৃন্দ দুর্ভাগ্যবশতঃ কাটোয়া, গিরিয়া ও উধুয়ানালা নামক স্থানের তিনটি যুদ্ধে মেজর এডামস্ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন।

পরাজিত মীরকাশিম ইহার পর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

হইয়া পাটনায় গমন করেন এবং সেখানে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালীর প্রাণদণ্ড করেন। ক্রমে মুঙ্গের ও পাটনা ইংরাজের হস্তগত হইল। মীর কাশিম নিরুপায় হইয়া অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বিদেশী ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া মীরকাশিমকে পুনরায় সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন; কিন্তু কোন ফলই হইল না। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সার নামক স্থানে মেজর মন্‌রো বাঙ্গালা ও অযোধ্যার মিলিত সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। মীর-কাশিম যে কোথায় পলায়ন করিলেন, তাঁহার আর সন্ধান মিলিল না। এদিকে মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ লাগিবামাত্র ইংরাজেরা রুগ্নবৃদ্ধ মীরজাফরকে পুনরায় বাঙ্গালার নবাবী পদে বসাইয়া দিলেন।

বক্সারের যুদ্ধ

মীরজাফর দ্বিতীয়বার নবাব হইয়া অতি অল্পকালই জীবিত ছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফর পরলোক গমন করেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নজমুদ্দৌলা নিজামতী প্রাপ্ত হন। মীরজাফর জীবিত

থাকিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল। নজম্নুদ্দৌলা বঙ্গদেশের নবাব হইলে, কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা মহম্মদ রেজাখাঁ নামক এক ব্যক্তিকে নায়েব সুবা নিযুক্ত করিয়া, রায় দুর্লভ ও জগৎ শেঠ প্রভৃতির পরামর্শে তাঁহাকে কার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

নজম্নুদ্দৌলা

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ইংল্যাণ্ডে চলিয়া গিয়াছিলেন। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধের সংবাদ ইংল্যাণ্ডে পৌঁছিলে, কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ লর্ড ক্লাইবকে অগৌণে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন। এইবার তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে বাদশাহ শাহ্‌আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য দেওয়ানী গ্রহণ করেন। সেই সময়ে নবাব নাজিমের জন্য ৫৩, ৮৬, ১৩১॥/০ বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে ১৭, ৭৮, ৮৫৪/০ নবাবের নিজ ব্যয় ও অবশিষ্ট সৈন্য ও বরকন্দাজ প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি প্রদান করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কথিত আছে, ক্লাইব নজম্নুদ্দৌলার সহিত মতিঝিলে প্রথম পুণ্যাহ করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইব

পঞ্চম অধ্যায়

লর্ড ক্লাইব ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংস

বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজে ইংরাজদের প্রতিষ্ঠালাভ

লর্ড ক্লাইব ভারতবর্ষে আগমন করিয়া আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ইংল্যাণ্ডের নৃপতি তাঁহাকে লর্ড উপাধি-ভূষণে ভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি এইবার বাঙ্গালার গবর্ণার ও ইংরাজসেনাদলের সর্ব্বপ্রধান সেনা-নায়করূপে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি বিলাত হইতেই তাঁহাকে প্রদান করা হইয়াছিল।

তিনি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই এলাহাবাদ গমন করিলেন, সেই সময়ে বাদশাহ শাহ্ আলম্ ও সুজাদ্দৌলা (অযোধ্যার নবাব) উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড ক্লাইব সুজাদ্দৌলাকে তাঁহার নিজ রাজ্য অযোধ্যা ফিরাইয়া দিলেন—এই সর্ত্তে যে, নবাব যুদ্ধের ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা বহন করিবেন এবং দুইটি জেলার উপর অধিকার ছাড়িয়া দিবেন। ক্লাইব, শাহ্ আলম্কে দোয়াব

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী উর্ব্বর ভূমি (ইল্লাহাবাদ ও কোরা জেলা) দান করিলেন। তিনি মীরকাশিমের রাজ্য বাঙ্গালা ও বিহার কোম্পানীর পক্ষে রাখিয়া দিলেন, এবং বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মুঘলসম্রাট হিসাবে শাহ্ আলমকে কর দিতে সম্মত হইলেন। শাহ্ আলমও প্রতিদান স্বরূপ কোম্পানীকে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ওড়িষ্যা ঐ সময়ে মাহারাট্টাদের করায়ত্ত ছিল। ইংরাজেরা ইহার অনেকদিন পরে ওড়িষ্যা হস্তগত করিতে পারিয়াছিলেন।

লর্ড ক্লাইব এইভাবে সুবন্দোবস্ত করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়া কতকগুলি সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড ক্লাইবের বিবিধ সংস্কার

এখানে আমরা সে সকল সংস্কারের কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি। তিনি প্রথমে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের গুপ্ত বা ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের প্রতি কঠোর আদেশ দেওয়া হইল যে, তাঁহারা দেশীয়দের নিকট হইতে কোনরূপ উপঢৌকন লইতে পারিবেন না। এজন্য তাঁহাদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাহা

হইলে তাহারা বিনা ব্যবসায়েই বেতনের উপর নির্ভর করিয়া সুখে ও শান্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

সৈন্যেরা দীর্ঘকাল যাবত 'ডবলভাত্তা' নামে দ্বিগুণ বেতন প্রাপ্ত হইতেছিল; ক্লাইব এই প্রথা রহিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেকটা হ্রাস পাইল বটে; কিন্তু কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইল। তাহাদের মধ্যে অনেকে কর্ম্মত্যাগ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব ইহাতে এতটুকু বিচলিত হইলেন না। বিশেষ দৃঢ়তার সহিত উহা দমন করিয়া সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। এইভাবে লর্ড্ ক্লাইব যে সমুদয় কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া পুনরায় ইংল্যাণ্ডে চলিয়া গেলেন।

আমরা এখানে ক্লাইবের জীবন-কথা একটু আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। যে গৃহ-বিতাড়িত যুবক ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে দীনদরিদ্র কেরাণীরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তিনিই পরে ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তির ধ্বংস সাধন করিলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং সর্ব্বোচ্চ লর্ড্ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইলেন! ইহা যে

অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক, তাহাতে এতটুকু সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

ক্লাইবের জীবনী

১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর ক্লাইব শ্রোপ্‌সায়ারের অন্তর্গত মার্কেট ড্রেটোন (Market Drayton) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ক্লাইব একগুঁয়ে ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন। যখন যে খেয়াল চাপিত, সে কার্য্য করিতে এতটুকু বিচলিত হইতেন না। কথিত আছে—গির্জ্জার উচ্চ চূড়ায় চড়িতে, দোকানীর দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া সহপাঠিগণের সহিত আপনার ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য গ্রহণ করিতে ক্লাইব এতটুকু ইতস্ততঃ করিতেন না। মার্কেট্ ড্রেটনের লোকেরা এই দুষ্ট বালকটির অত্যাচার ও উৎপীড়নে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লাইবের পিতা পুত্রকে সুশাসিত ও সুশিক্ষিত করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কেরাণীরূপে মান্দ্রাজে আগমন করিলেন। ক্লাইব দেখিলেন, তাঁহার সহকর্ম্মিগণ কেবল বাজে কথা

কহিয়া ও তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে অর্থের অপব্যয় করিয়া সময় অতিবাহিত করে। তাহাদের সঙ্গ ক্লাইবের একেবারেই ভাল লাগিল না। তাই তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাড়ীতে চিঠি লিখিয়াছিলেন—

"I have not enjoyed one happy day since I left my native land."

এইরূপ অকর্ম্মণ্য ও অলস জীবন যাপন করা অপেক্ষা মৃত্যুই তাঁহার কাছে শ্রেয়ঃ বিবেচিত হইতেছিল। এতদুদ্দেশ্যে তিনি দুইবার পিস্তল দ্বারা আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুইবারই লক্ষ্যভ্রষ্ট হন্। সেইদিন হইতে তাঁহার প্রাণে নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া গেল। তিনি মনে করিলেন যে, নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বারা স্বজাতির কোন মহদুদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ঈশ্বর এইভাবে তাঁহার জীবন রক্ষা করিতেছেন।

ক্লাইবের নির্ভীকতা নানারূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। একবার তাস খেলিতে যাইয়া তাঁহার এক বন্ধুর সহিত কলহ হয়। বন্ধু খেলিতে যাইয়া বঞ্চনা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্লাইব তাঁহাকে গালি দেন। ইহাতে দুইজনের মধ্যে 'ডুয়েল' বা দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হয়। ক্লাইবের গুলি ব্যর্থ হইলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাইবের মাথার উপর পিস্তল

ধরিয়া বলিয়াছিলেন, 'যদি তুমি ক্ষমা না চাও, ত্রুটি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তোমাকে গুলী করিব।' ক্লাইব বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না, নির্ভীকভাবে বলিলেন—"Fire and be d—d! I said you cheated, and I say so still."

ক্লাইবের এই সাহসিকা এবং তেজস্বিতাই তাঁহাকে আর্কট্-বিজয়ে, পলাশীর যুদ্ধ-জয়লাভে এবং বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ করিয়াছিল। তাঁহার সম্বন্ধে তদীয় বন্ধুর মেজর লরেন্স যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই তদীয় চরিত্র সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ বলা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন, "...a cool courage and a presence of mind which never left him in the greatest danger. Born a soldier, for without a military education of any sort or much conversing with any of the profession, from his judgment and good sense, he led an army like an experienced officer and brave soldier."

ক্লাইবের মনের বল, সাহসিকতা এবং তেজস্বিতাই তাঁহাকে জীবনে সৌভাগ্যশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

তাঁহার চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই স্বভাবসিদ্ধ সাহস ও শক্তির দ্বারা সৈনিক ও দেওয়ানী বিভাগের সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ক্লাইবের চরিত্রে স্বাধীনতা এবং সাহস থাকিলেও তাঁহার চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি মহৎ দোষ ছিল, যে জন্য তিনি চিরদিন নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছেন। উমিচাঁদের সহিত

জালিয়াৎ ক্লাইব

জাল সন্ধি, নবাবের নিকট হইতে অন্যায়-ভাবে অর্থ গ্রহণ প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রকে সেকালের রীতি অনুযায়ী কলুষিত ও নিন্দিত করিয়া রাখিয়াছে। এসকল ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও ক্লাইবের ন্যায় দেশভক্ত ও স্বজাতিপ্রিয় ব্যক্তি দেশের গৌরব স্বরূপ বলিতে হইবে।

ক্লাইব সাহসী, বীর এবং অদ্ভুতকর্ম্মা হইলেও তাঁহার শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্য তেমন ছিল না। তিনি দুর্ব্বল এবং রুগ্ন ছিলেন। প্রায়ই বিবিধ পীড়ায় ক্লেশ পাইতেন। ইংল্যাণ্ডে গমন করিবার অব্যবহিত পরে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ক্লাইব আত্মহত্যা করিয়া জীবন শেষ করেন। ক্লাইব যে দ্বৈতশাসন পদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশে সুফলপ্রদ হয় নাই। লর্ড ক্লাইব মীরজাফরের পুত্রকে

বাঙ্গালার শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্গে তাঁহার নীচে দুইজন নায়েব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। একজন বিহারের জন্য এবং একজন বাঙ্গালার জন্য। এই নায়েব দুইজনের অধীনে বহু তহশীলদার ও পাইক থাকিত। নায়েবদ্বয় রাজস্ব আদায় করিয়া বাঙ্গালার গবর্ণারের নিকট প্রেরণ করিতেন। গভর্ণার এই নায়েবদ্বয়কে এবং তাঁহাদের কর্ম্মচারিগণকে যথারীতি বেতন প্রদান করিতেন। বাঙ্গালাদেশকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য সর্ব্বদা একদল ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত থাকিত।

বঙ্গে শাসন-বিভ্রাট

কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের দেশশাসন করিবার যোগ্যতা একেবারেই ছিল না। তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্যই ছিল অধিকতর আগ্রহান্বিত। কোম্পানী নামে মাত্র দেওয়ান ছিলেন। প্রকৃত পক্ষে দেওয়ানীর সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতেন মুহম্মদ রেজাখাঁ ও সীতাব রায়। ইহারা দুইজন যেমন ছিলেন দুশ্চরিত্র, তেমনি ছিলেন অত্যাচারী ও অমিতব্যয়ী। সে সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এমন যোগ্য ব্যক্তি কেহই ছিলেন না, যিনি এই দুর্বৃত্ত দুইজনকে যথোপযুক্তরূপে শাসন করিয়া উহার প্রতিবিধান করিতে পারেন। এই দ্বৈত

শাসনপ্রণালী এদেশে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। কোম্পানীর কর্ণে নায়েবদের উৎপীড়নের কথা পৌঁছিলেও তাঁহারা ভ্রুক্ষেপ করিতেন না; কারণ যত বেশী টাকা আদায় হয়, ততই তাঁহাদের লাভ। কিন্তু ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। ইংরাজ ও দেশীয় কর্ম্মচারীগণ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। লোকের নিকট হইতে উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন করিয়া কর্ম্মচারিগণ নিজ নিজ স্বার্থ সম্পূরণ করিতেন।

দ্বৈত্য-শাসন এদেশে অচল হইল। এই সময়ে বিধাতার নিদারুণ রোষ অতি ভীষণভাবে এদেশের উপর নিপতিত হইল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৭৬ সনে বঙ্গদেশে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতে বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। দেশে ফশল জন্মায় নাই, কোনরূপ খাদ্যদ্রব্য ছিল না, লোকের নিকট হইতে কর আদায় হইত না। শেষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষের নিদারুণ আক্রমণে চারি দিকে শ্মশানের বিভীষিকার সৃষ্টি হইল। কোম্পানীর বিলাতস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিতে পারিলেন যে, এইভাবে

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

কার্য্য চলিতে পারে না। তখন তাঁহারা রাজস্ব আদায়ের ভার সম্পূর্ণ নিজ হস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপ স্থির করিয়া, কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস নামক একজন যোগ্য ব্যক্তিকে কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট্ পদে নিযুক্ত করিলেন।

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্

ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ যে সময়ে কোম্পানীর শাসন-সংরক্ষণ সম্পর্কিত গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে দেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা লেখনী-মুখে বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ গুরুতর সঙ্কটকালে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার জন্য যেসকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয়ই তাঁহার দূরদৃষ্টি, দেশভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে।

ক্লাইবের ন্যায় হেষ্টিংস্ও কেবলমাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন সাধারণ কেরাণীরূপে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

হেষ্টিংসের কর্ম্ম-জীবন

১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংস্ কাশীমবাজারের কুঠিতে বদলি হন। কাশীমবাজারের কুঠিতে যাইয়া তাঁহাকে দেশীয় রেশম

ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে রেশম ক্রয় করিয়া বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইত।

ক্লাইব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিলে হেষ্টিংস্‌কে কলিকাতা কাউন্সিলের একজন সভাপদে নিযুক্ত করেন। এসময়ে হেষ্টিংসের বয়স উনত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল। চৌদ্দবৎসরকাল বাঙ্গালাদেশে কোম্পানীর অধীনে বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত কার্য্য করিয়া, হেষ্টিংস্ বিলাত গমন করেন। দেশে যাইয়া তাঁহার দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনকে অকুণ্ঠিতভাবে অর্থ-সাহায্য করিয়া এবং পাড়া-প্রতিবাসীদের সহিত শোকে ও সুখে যোগদান করিয়া তিনি সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থ হ্রাস পাইল। তখন তিনি পুনরায় কোম্পানীর অধীনে কার্য্যপ্রার্থী হইয়া আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার আবেদন কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ বিনা প্রতিবাদে মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহাকে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় সভ্যের পদে নিযুক্ত করিলেন। ডাইরেক্টারগণ হেষ্টিংসের নিয়োগপত্রে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—"Served us many years upon the Bengal establishment with great ability and unblemished

character.” টাকা ধার করিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয় করিয়া, ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভাগ্যপরীক্ষা করিবার জন্য ওয়ারেন্ ভারতবর্ষে রওয়ানা হইলেন।

সুদীর্ঘ যাত্রা-পথে মিসেস্ ইম্‌হোফ্ (Mrs. Imholf) নামক একজন জার্মেন্ ব্যারণের পত্নীর প্রতি তিনি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন; পরে তাঁহাকে বিবাহও করিয়াছিলেন। মান্দ্রাজে আগমন করিবার কিছু দিন পরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রতি কলিকাতা যাইবার আদেশ হইল। এ সময়ে ক্লাইবের নিকট হইতে হেষ্টিংস্ নানা উপদেশ-সম্বলিত এক খানা পত্র পাইয়াছিলেন। তাহার খানিকটার মূল ও মর্ম্মানুবাদ এখানে প্রদান করিলাম। “Be impartial and just to the public, regardless of the interest of individuals, where the honour of the the nation and the real advantage of the company are at stake, and resolute in carrying into execution your determination, which I hope will at all times be rather founded upon your own opinion than that of others; and at the same time always

flattering yourself that time and perseverance will get the better of everything."

—জনসাধারণের প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করিবে। জাতীয় স্বার্থের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিও। কোম্পানীর স্বার্থকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখিবে। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিবে না। নিজে যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই সম্পন্ন করিবে, পরের বুদ্ধিতে কখনও পরিচালিত হইবে না। মনকে সর্ব্বদা এই বলিয়া আশ্বাস দিও যে, সময় এবং অধ্যবসায় আপনা হইতেই সকল কার্য্যে সার্থকতা আনয়ন করিয়া থাকে।

হেষ্টিংস্ ক্লাইবের একজন বিশ্বস্ত অনুচর ছিলেন। হেষ্টিংস্ গভর্ণারের গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য গ্রহণ করিলেন ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বিবিধ সমস্যার মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। প্রথমতঃ, ক্লাইব কোম্পানীর জন্য যে বিশাল রাজ্য জয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা অসন্তুষ্ট দেশীয় শক্তিসমূহ হইতে কিরূপে রক্ষা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থসংগ্রহ ; এইরূপ অর্থসংগ্রহ করা দরকার, যাহাতে কোম্পানীর

শাসন-কার্য্যের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টারগণের দাবীও পূরণ করা যাইতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাও তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িল। এইরূপ চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, ভ্রম-প্রমাদ এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক।

সার জর্জ্জ কোলব্রুককে (Sir George Colebrooke) হেষ্টিংস্ এই সময় নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি বেশ বুঝিতে পারা যায়—"to avoid errors ; and there are cases...... in which it may be necessary to adopt expedients which are not to be justified on such principles as the public can be judges of.

হেষ্টিংস্ প্রথমেই ক্লাইবের প্রবর্ত্তিত দ্বৈতশাসন-প্রণালী একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। নামেমাত্র নবাবি তক্তের উচ্ছেদ করিয়া শাসন-বিচারের ভার নিজ হস্তে লইলেন। তারপর মুহম্মদ রেজাখাঁ এবং

গভর্ণর হেষ্টিংসের শাসন-সংস্কার

সীতাব রায়কে পদচ্যুত করিয়া, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য বাঙ্গালা ও বিহারকে অষ্টাদশটি জেলায় বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া ইংরাজ কালেক্টার নিযুক্ত হইলেন। জজের কার্য্যও ঐ কালেক্টরেরাই করিতেন।

বিচার কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রতি জেলায় এক একটী দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল।

ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের প্রতিষ্ঠা

দেওয়ানী আদালতের কার্য্যভার কালেক্টারদের হস্তে এবং ফৌজদারী আদালতের কার্য্যভার ফৌজদার নামে খ্যাত একজন কাজী বা মুফ্‌তির হস্তে অর্পিত হইল। রাজকোষ এবং অন্যান্য সরকারী কার্য্যালয় মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল এবং কলিকাতা রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইল।

ভূম্যধিকারিগণ যদি নিয়মিতভাবে তাঁহাদের দেয় ন্যায্যকর দিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহাদের জমিদারী নীলাম-বিক্রীত হইবে স্থির হইল। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চহারে রাজস্ব দিতে সম্মত হইলেন, তাঁহাকেই পাঁচ

বৎসরের জন্য জমিদারী ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা হইল।

আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী এবং মুর্শিদাবাদে সদর নিজামৎ নামে বিচারালয় স্থাপিত হইল। সদর দেওয়ানীর কার্য্যভার কাউন্সিলের গবর্ণরের উপর এবং সদর নিজামতের কার্য্যভার একজন কাজী, একজন মুফ্‌তি ও তিনজন মৌলবীর হস্তে অর্পিত হইল। ফৌজদারী আদালতসমূহের তত্ত্বাবধানের জন্য নায়েব নাজিম নামক এক নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া, একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ঐপদে নিযুক্ত করা হইল।

এইরূপভাবে রাজস্ব সংগ্রহ এবং শাসনসম্পর্কে বিবিধ সুব্যবস্থা করা হইল। হেষ্টিংস্ যখন কোম্পানীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে কোম্পানীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। রাজকোষে অর্থ ছিল না বলিলেই চলে। হেষ্টিংস্ কোম্পানীর অর্থাভাব দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিলেন, সে সকল যে অনেকটা গর্হিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হেষ্টিংস্-কর্তৃক কোম্পানীর অর্থলাভের ব্যবস্থা

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব যখন বাদশাহ শাহ্ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য দেওয়ানী গ্রহণ করেন,

তখন ইল্লাহাবাদ জেলা এবং কোরা জেলার উপর বাদশাহের খাস্ দখল স্বীকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ২৬ লক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব দিতেও স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধের পর মারহাট্টারা হতবল হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহারা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চার করিয়া ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মাধোজী সিন্ধিয়ার নায়কত্বে দিল্লী অধিকার করেন। সম্রাট্ পরাজিত হইয়া ইল্লাহাবাদে পলায়ন করিলেন। অবশেষে মাধোজীর অনুরোধে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, মহারাষ্ট্রদের হাতের পুতুল হইয়া পড়িলেন।

হেষ্টিংস্ এইজন্য স্থির করিলেন যে, এখন সম্রাট্ পরাধীন, সুতরাং তাঁহার নামে উত্তর ভারতবর্ষে মারহাট্টাদিগকে কর দেওয়া অনাবশ্যক। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শীঘ্রই তাহাদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। কাজেই হেষ্টিংস্ কর বন্ধ করিয়া দিলেন। শাহ আলমের পক্ষ হইতে সিন্ধিয়া এই টাকা দাবী করিয়া বসিলেন। হেষ্টিংস্ বলিয়া পাঠাইলেন যে, শাহ্ আলম্ ইংরাজের আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া এই স্বত্বে বঞ্চিত হইয়াছেন। শাহ আলমের প্রাপ্য টাকার উপর মারহাট্টাদের কোন দাবী দাওয়া

থাকিতে পারে না। মাধোজী আপাততঃ এবিষয় লইয়া বাড়াবাড়ি না করিয়া চুপ করিয়া গেলেন। এই উপায়ে কোম্পানীর তহবিলে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বাঁচিয়া গেল।

এই সঙ্গে ইল্লাহাবাদ জেলা ও কোরা জেলায় শাহ্ আলম্ তদীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেন। কেননা তিনি সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া দিল্লীতে গমন করিয়া মারহাট্টাদের আশ্রয় গ্রহণ করায়, এই স্বত্ব ইংরাজেরা লোপ করিয়া দিলেন। এই দুইটি জেলা অতঃপর অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলাকে দেওয়া হইল। তিনি প্রতিদানে কোম্পানীকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দান করিলেন।

রোহিলা-যুদ্ধ

এই ঘটনার কিছুকাল পরে অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলা রোহিলাগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রোহিলখণ্ড নামক অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমস্থিত এক ক্ষুদ্র রাজ্য .আফগানদিগের এক সম্প্রদায় আসিয়া অধিকার করে। ইহারা রোহিলা-নামে পরিচিত হইয়াছিল। রোহিলারা রণদক্ষ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল। ইহারা প্রায়ই বিভিন্ন রাজ্যের হিন্দু অধিবাসি-

গণের প্রতি উৎপীড়ন করিত এবং অযোধ্যার নবাবকে নানারূপে বিপন্ন করিয়া তুলিত। নবাব রোহিলা-দিগকে দমন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, হেষ্টিংসের নিকট একদল ইংরাজসেনা প্রার্থনা করিলেন এবং প্রতিদানে তাঁহাকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। হেষ্টিংস্ নবাবের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তায় অযোধ্যার নবাব রোহিলাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। রোহিলারা এই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও পরাজিত হইয়াছিল। হেষ্টিংস্ এইরূপ ব্যবস্থায় যে অর্থলাভ করিলেন, তাহার দ্বারা কোম্পানীর সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইয়া তহবিলে বেশ কিছু অর্থ সঞ্চিত হইল।

হেষ্টিংস্ বাঙ্গালার গবর্ণাররূপে দুই বৎসর কার্য্য করিবার পরই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন-ব্যবস্থার একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলেন।

রেগুলেটিং য়্যাক্ট

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতীয় রাজ্যের শাসনপদ্ধতির পর্য্যালোচন ও পরিবর্ত্তন করিয়া, 'রেগুলেটিং য়্যাক্ট' নামে একটা নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন [১৭৭৩ খৃঃ অঃ]। এই আইনের বিধানানুসারে বাঙ্গালার গবর্ণারকে সমস্ত ইংরাজাধিকৃত

ভারতের গবর্ণর জেনারেল করা সাব্যস্ত হইল। গবর্ণার জেনারেলের নিয়োগে কোম্পানীর অধিকার রহিল না। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী গবর্ণার জেনারেল নিয়োগ করিবেন স্থির হইল। কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট বসিল। এই সুপ্রীমকোর্টের জজেরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইংল্যাণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিতে থাকিবেন।

গবর্ণার জেনারেলের সাহায্যার্থ একটী কাউন্সিল্ বা মন্ত্রীসভা গঠিত হইল। ফ্রান্সিস্, মন্‌সন্, ক্লেভারিং ও বারওয়েলকে লইয়া নূতন শাসন-পরিষদ গঠিত হইল। সর্ব্বদা ইঁহাদের পরামর্শ লইয়া গভর্ণর জেনারেলকে উচ্চ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার আদেশ দেওয়া হইল। স্যার ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইনি হেষ্টিংসের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। শাসন-পরিষদের সভ্যগণের মধ্যে কেবল বার্‌ওয়েলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, আর আর সকলেই বিলাত হইতে নূতন আসিয়াছিলেন।

এতদিন পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিক্‌দল আপনাদের অভিরুচি অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। তাঁহারা

বণিক্ মাত্র ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা এখন দেশীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি করিতেছেন ; কাজেই ইংল্যাণ্ডের রাজশক্তি বণিক সম্প্রদায়ের কার্য্যপরিচালনার উপর আপনাদের অধিকার থাকা সঙ্গত মনে করিয়াই এইরূপ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কতকাংশে ইংরাজ অধিকার ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়াছিল। দুই প্রদেশেই দুই-জন গবর্ণার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারাও গবর্ণার জেনারল ও তাঁহার মন্ত্রী-সভার অধীন হইলেন। তাঁহাদেরও শাসন সম্পর্কে বড় একটা স্বাতন্ত্র্য রহিল না। পূর্ব্বে গবর্ণাররা আপনাদের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের সেই প্রভাব ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। তাঁহাদের গবর্ণার জেনারেলের ও তদীয় কাউন্সিলের অনুমোদন ভিন্ন কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিবার অধিকার রহিল না। এখন হইতে যাহারা স্থান বিশেষে কোম্পানীর মিত্র, তাহারা ভারতব্যাপী সমস্ত ইংরাজেরই মিত্র এবং যাহারা শত্রু, তাহারা সমুদয় ইংরাজেরই শত্রুরূপে পরিগণিত হইল।

এক্ষণে নূতন শাসন প্রণালীর ফলাফল সম্বন্ধে

আলোচনা করিতেছি। দুই বৎসর কাল হেষ্টিংস্ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছানুসারে শাসন-সংরক্ষণ ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিল। কাজেই গবর্ণার জেনারেল হইয়া হেষ্টিংসের শাসন-প্রণালী ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে নানারূপ বিরুদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হইল। নূতন আইনের বিধানানুসারে যে চারিজন মন্ত্রী বা কাউন্সিলার নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মতের ঐক্য হইতেছিল না। প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদের তিনজন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মত দিতে আরম্ভ করিলেন। ফ্রান্সিস্ নামে একজন কাউন্সিলার হেংষ্টিসের প্রতি একান্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি শাসন-পরিষদের অন্যান্য সদস্যদিগকেও নূতন গবর্ণার জেনারেলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

প্রথম গবর্ণার জেনারেল্ হেষ্টিংস্ ও নূতন শাসনের ফলাফল

রেগুলেটিং আইনের বিধানানুসারে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহাতে সবদিক দিয়াই হেষ্টিংস্ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়া পড়িলেন। সুপ্রীম্ কাউন্সিলের

অধিবেশন আরম্ভ হইলে, নূতন সভ্যেরা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণের উৎকোচ-গ্রহণ সম্বন্ধে তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় দেশী বিদেশী প্রত্যেক কর্ম্মচারীই উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। গবর্ণার জেনারেল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ নগণ্য শ্বেতাঙ্গ কেরাণীও উৎকোচ-গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। এইরূপ শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়াই ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট্ রেগুলেটিং আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উহাতে এইরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ ছিল যে, কোম্পানীর কোন কর্ম্মচারী উৎসবে-ব্যসনে উপঢৌকন বা নজর বলিয়া কাহারও নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যদি কেহ ঐরূপ কোন অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহার নিজস্ব কোন অধিকার থাকিবে না। কিন্তু এইরূপ আইনেও হেষ্টিংসের কোন বাধা হইল না। তিনি গৃহীত উৎকোচের কোন হিসাব না দিয়া, মধ্যে মধ্যে নজর বলিয়া কিছু কিছু টাকা জমা দিতে লাগিলেন। কথাটা গোপন রহিল না; এমনকি হেষ্টিংস্ শাসন-পরিষদের সভ্যগণের নিকট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নজর গ্রহণ সহসা বন্ধ না করিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

কেননা এই প্রথা স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

উৎকোচ গ্রহণের তদন্তের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের নানাস্থান হইতে উৎকোচ-গ্রহণের নানা অভিযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীভবাণীর পোষ্য পুত্র রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য জমিদারেরাও হেষ্টিংসের নামে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের নামে উৎকোচ গ্রহণের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিলেন মহারাজ নন্দকুমার।

মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুরের অন্তর্গত বেড়ালা গ্রামের নিকট জরুল নামক স্থানে বাস করিতেন। নন্দকুমার রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই নন্দকুমারের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া আমীনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে বিবিধ অবস্থান্তরের ভিতর দিয়া নন্দকুমার ক্রমশঃ নবাবসরকারে ও জন-সমাজে বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও

রাজস্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন।

মীরজাফর যখন বাঙ্গালার নবাব হইয়াছিলেন, তখন নন্দকুমার কিছুদিনের জন্য তাঁহার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ করিলে, সভ্যপ্রবর মন্‌সন্‌ প্রস্তাব করিলেন—"আমি প্রস্তাব করি, রাজা নন্দকুমারকে গবর্ণার জেনারেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার নিমিত্ত আহ্বান করা হউক।" এই বিষয়ে হেষ্টিংস্‌ তীব্র প্রতিবাদ করেন; তিনি বলিলেন, "আমি গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চপদে অধিষ্ঠিত। আমার মর্য্যাদা কি তাহা আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। শাসন পরিষদ সভায় আমি কখনও অভিযুক্ত হইয়া দাঁড়াইব না। কাউন্সিলের সভ্যগণকে আমি বিচারপতি বলিয়া মানি না।"

এদিকে হেষ্টিংস্‌ের বিরুদ্ধে উৎকোচ-গ্রহণ-অপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার দলিল-দস্তাবেজ সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্যার ফ্রান্সিস্‌ ও তাঁহার দুই বন্ধু এই অভিযোগ গ্রহণ করিলেন এবং হেষ্টিংস্‌কে তাঁহারা অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এদিকে হেষ্টিংস্‌ও

নন্দকুমারের নামে প্রথমে এই অভিযোগ করিলেন যে, নন্দকুমার ইংরাজের উচ্ছেদ-সাধনের চক্রান্ত করিতেছেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল পাইলেন না। পরে নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া এক বিরাট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সম্প্রতি বিবিধ ঐতিহাসিক যুক্তির দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হইয়াছে যে, হেষ্টিংস্ মোহন-প্রসাদ নামক একব্যক্তিকে দাঁড় করাইয়া নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের চক্রান্তে এবং কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচার-বিভ্রাটে কৃত্রিম তমশুক প্রস্তুত করার অপরাধে অবশেষে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল।

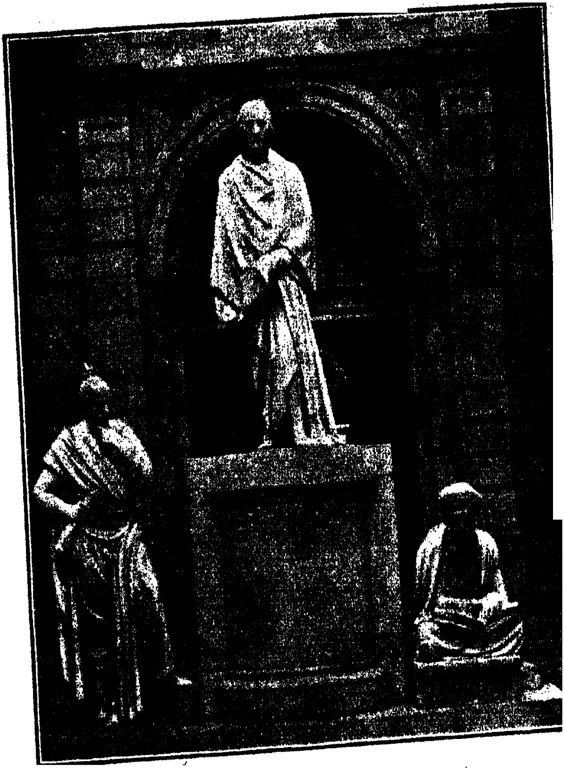
তখনকার আমলে বিলাতের ফৌজদারী দণ্ডবিধিতে জালের অপরাধে প্রাণদণ্ড হইত। অথচ লর্ড্ ক্লাইব ইতিপূর্ব্বে উমিচাঁদের সম্পর্কে জ্বলন্ত জালিয়াতি করিয়াও অক্ষত ছিলেন। বিচারক ছিলেন স্যার ইলাইজা ইম্পে। অভিযোগের বিচার-সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নিম্নলিখিতরূপ আপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি মহারাজ নন্দকুমার স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগের বিবরণ আনু-পূর্ব্বিক শ্রুত হইয়া বলিতেছি—আমি নির্দ্দোষ। কিন্তু

আমি বর্ত্তমান অভিযোগের উত্তর দিতে বাধ্য আছি। বাঙ্গালী হিন্দুগণের নামে কোন ফৌজদারী অভিযোগ হইলে এতাবৎকাল এদেশীয় আইনের বিধান অনুসারে অধিবাসিগণের রীতিনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার বিচার হইয়াছে। সেরূপ অভিযোগ ইংল্যাণ্ডের আইন অনুসারে সুপ্রীমকোর্টের বিচার্য্য এই মর্ম্মে যতদিন পার্লা-মেণ্টের স্পষ্ট ঘোষণাপত্র প্রচারিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দুগণের উপর এ আদালতের ক্ষমতা থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে কোন ঘোষণাপত্র প্রচারিত না করিয়াই সুপ্রীমকোর্ট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ ও সাব্যস্ত করিয়াছেন। এ দেশে ফৌজদারী আদালত ও জমিদারের কাছারি আছে; ঘোষণা-পত্র প্রচারিত না হওয়া পর্য্যন্ত এ সমস্ত মোকদ্দমা সেই আদালতেরই বিচার্য্য।"

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। এলাকার (jurisdiction) আপত্তি উত্থাপিত হইলেও তাহা অগ্রাহ্য হইল। ফরিয়াদির উক্তিই সত্য বলিয়া বিচারক গ্রহণ করিলেন। ফরিয়াদির উক্তি অনুসারে এই অপরাধটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পার্লামেণ্টের বিধান-বলে ইংল্যাণ্ডের প্রচলিত আইন কলিকাতায় প্রযোজ্য। দ্বিতীয়

জর্জ্জের আইনের বিধান বলে আসামীর বিরুদ্ধে যে জালের অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে—সে অপরাধের শাস্তি প্রাণদণ্ড। নন্দকুমারের কৌন্সিলি ফেরার সাহেব নানারূপ প্রমাণ-প্রয়োগ ও সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির আলোচনা করিয়া নন্দকুমারকে নির্দ্দোষ প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নন্দকুমার নিজে বেশী কিছু বলিতে পারিলেন না। সার ইলাইজা ইম্পে এমন-ভাবে ইংরাজ জুরীদিগকে মোকমদ্দার বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা নন্দকুমারের পক্ষীয় কোন সাক্ষীদের কথাই বিশ্বাসযোগ্য মনে করিলেন না; করিলে হয়ত বা অন্যরূপ হইত। জুরীরা প্রায় একঘণ্টাকাল পরামর্শ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে দোষী বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

ফলে, সে সময়কার আইনের বিধান-বলে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইল। মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীতে কলিকাতায় একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সেকালে কোন সাহেবের লিখিত বিবরণী হইতে জানিতে পারা যায়, শুধু কলিকাতায় নহে, সমস্ত বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের দরুণ একটা মর্ম্মান্তিক উত্তেজনা ও করুণ হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন--



ওয়ারেন্‌ হেস্‌টিংস্‌ (ভারতীয় বেশে)

[মূর্ত্তি-শিল্পকার Sir R. Westmacott R. A.]

"These feelings were not confined to Calcutta. The whole province was greatly excited; and the population of Dacca, in particular, gave strong signs of grief and dismay.'

হেষ্টিংস্ অল্পদিনের মধ্যেই পুনরায় আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কেন না এ সময়ে ফ্রান্সিস্ ইংল্যাণ্ড চলিয়া গিয়াছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মন্‌সনের মৃত্যু হইয়াছিল; এবং পরের বৎসর ক্লেভারিং-এরও মৃত্যু হইল। ফলে হেষ্টিংস্ পুনরায় স্বাধীনভাবে আপনার ক্ষমতা পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

হেষ্টিংসের গভর্ণার জেনারেলের পদে থাকা কালীন দুইটি প্রধান যুদ্ধ ঘটে। একটি মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে, অন্যটি মহীশূরের হায়দার আলির সহিত। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজদের শত্রুদল-মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দের খাস রাজধানী পুনা নগরীর পেশ্‌ওয়া সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এই পেশ্‌ওয়ার পদ লইয়া দুইজন মহারাষ্ট্রীয়ের মধ্যে তখন বিবাদ বাধিয়াছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ পেশ্‌ওয়া মধুরাও পরলোক গমন করেন। মধুরাও কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই। কে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবেন—ইহা লইয়া অত্যন্ত

মাহরাট্টাদের প্রথম যুদ্ধ

বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি নিহত হন এবং তাঁহার খুল্লতাত রঘুবা অর্থাৎ রঘুনাথরাও আপনাকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু অন্যান্য মাহরাট্টা সর্দ্দারেরা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইলেন।

কাজেই রঘুনাথ বিপদে পড়িয়া বোম্বাইয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ফলে উভয় পক্ষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরেএকটা সন্ধি হইল। রঘুবা এই সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় বহন করিতে ও ইংরাজদিগকে বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী সাল্‌সিটি ও বেসিন্ নামক দ্বীপ দুইটী ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। এই দুইটি দ্বীপ পরে বোম্বাই নগরীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী পেশওয়াগণের নিকট হইতে এদুইটি দ্বীপ ক্রয় করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আপনা হইতেই উহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের করতলগত হইল।

এখানে বোম্বাই গভর্মেণ্ট একটা অন্যায় কাজ

করিয়াছিলেন। নূতন আইনের বিধান-অনুসারে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া তবে সন্ধি করা। কিন্তু বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কলিকাতাস্থ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট না জানাইয়া, বিলাতে কোম্পানীর সদরে এবিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ ভারত গবর্ণমেণ্ট কিন্তু এই সন্ধি মঞ্জুর করিলেন না। তাঁহারা ইহার পরিবর্ত্তে রঘুনাথের বিপক্ষীয়দের সহিত এক সন্ধি করিলেন। নানা ফার্ণাভিস্ নামে একজন ব্রাহ্মণ এই বিপক্ষ দলের নেতা ছিলেন। তিনিও সাল্‌সিটি ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। এদিকে কোম্পানীর বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ সুরাটের সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া, সাল্‌সিটি ও বেসিন্ প্রাপ্ত হওয়ার সংবাদে প্রীত হইলেন এবং সন্ধি অনুমোদন করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ফলে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট একযোগে রঘুনাথের পক্ষাবলম্বন করিলেন। হেষ্টিংস্ কলিকাতা হইতে কাপ্তান্ পাপ্‌হাম নামক একজন সেনাপতিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রঘুনাথের বিরুদ্ধপক্ষ সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার

করিলেন। এইসময়ে মাহরাট্টা ও হায়দার আলি ইংরাজের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি হায়দার আলি মাহরাট্টার সহিত মিলিত হইয়া কর্ণাট আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাপিত হইল। এদিকে নানা ফার্‌নাভিস্ নিরুপায় হইয়া ইংরাজের সহিত ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইতে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজ ও মাহরাট্টা পরস্পরের বিপক্ষকে সাহায্য করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। রঘুনাথ পেন্সান পাইলেন। ইংরাজের হাতে সাল্‌সিটি ও বেসিন্ পাকাপাকি ভাবে আসিল।

কাশীরাজ চৈৎসিংহ—অযোধ্যার বেগমদিগের ধন-লুণ্ঠন

চৈৎসিংহ ইংরাজদিগের অধীন বারাণসীর করদ রাজা ছিলেন। ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসী প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, চৈৎ-সিংহকে প্রদান করেন। চৈৎ সিংহকে হেষ্টিংস্ একদল ইংরাজ সৈন্য তাঁহার নিজ ব্যয়ে পালন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। চৈৎ সিংহ তাহা অস্বীকার করিলেন। হেষ্টিংস্ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক করের (২৷৷০ লক্ষ

টাকার) অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা অন্যায় ভাবে দাবি করিলেন। চৈৎসিংহ দুই তিনবার এইরূপ হিসাবে টাকাও প্রদান করিয়াছিলেন; পরিশেষে এককালীন ২০ লক্ষ টাকা দিয়া হেষ্টিংসের সহিত গোলযোগ নিষ্পত্তির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস্ তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি ৫০ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসিলেন। চৈৎসিংহ এত টাকা দিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজের শত্রুদের সহিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন। হেষ্টিংস্ তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য একদল লোক পাঠাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাইয়া চৈৎসিংহ পলায়ন করিলেন এবং বাহির হইতে কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় রাজ্য ফিরিয়া পাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি ইহাতে সফলকাম হইতে পারিলেন না। হেষ্টিংস্ অবশেষে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ৪০ লক্ষ টাকা কর অঙ্গীকার করাইয়া, সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। বর্ত্তমান কাশীর মহারাজ ইঁহারই বংশধর।

এদিকে অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌলার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র আসফদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হইলেন।

তিনি তাঁহার রাজ্যে রক্ষিত ইংরাজ সৈন্যদলের মোটা ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া, হেষ্টিংস্‌কে জানাইলেন যে, তাঁহার মাতা ও মাতামহীর হস্তে যে ধনরত্ন আছে, তাহা না পাইলে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বাধ্যতা রক্ষা করিতে পারেন না। হেষ্টিংস্ চমৎকার একটা অছিলা পাইলেন। কাশীর রাজা চৈতসিংহের বিদ্রোহ-কালে বেগমেরা তাঁহাকে গোপনে সাহায্য করিয়াছেন, এইরূপ একটা সাক্ষ্য-নথী-শূন্য অভিযোগ বেগমদের বিপক্ষে খাড়া করা হইল। কোম্পানী পূর্ব্বে উক্ত বেগমদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেও হেষ্টিংস্ একদল সৈন্য পাঠাইয়া, যৎপরোনাস্তি অপমান ও ক্লেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট হইতে প্রায় এককোটি টাকা কাড়িয়া আনিয়া, ইংরাজ রাজকোষে জমা দিলেন।

মহীশূরের কথা

এখন আমাদিগকে একটু দক্ষিণ ভারতের কথা বলিতে হইবে। বঙ্গদেশে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিনায়করূপে ক্লাইব সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন, ঠিক সেই সময়ে মহীশূর প্রদেশের নরপতিদের সহিত ইংরাজের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। মহীশূর দক্ষিণ ভারতের একটি সম্পদশালী দেশ। সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্য

বংশীয় নৃপতিরা এই প্রদেশ অধিকার করিয়া, উহাকে একটি ক্ষমতাশালী রাজ্য রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এই বংশীয় নৃপতিরা দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন। তৎপরে উহা অন্য এক হিন্দু নৃপতির করতলগত হইয়া, কিছু দিন পরেই মুসলমান নৃপতিগণের হস্তে আসে।

হায়দার আলি

হায়দার আলি মহীশূর প্রদেশের প্রথম মুসলমান নৃপতি। হায়দারের পিতামহ একজন পঞ্জাব দেশীয় ফকির ছিলেন; আর তাঁহার পিতা মুঘল সৈন্যদলে সাধারণ অশ্বারোহী যোদ্ধার কার্য্য করিতেন। হায়দার প্রথমে ফরাসীদের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন ও কিছুকাল পরে মহীশূরের হিন্দুরাজার অধিকারস্থ দিন্দিগাল প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে যিনি মহীশূরের হিন্দুরাজা ছিলেন, তিনি অত্যন্ত বিলাসী হওয়াতে সমুদয় রাজক্ষমতা প্রধান অমাত্য নন্দরাজের হস্তে অর্পিত ছিল। ইঁহার অনুগ্রহেই হায়দারের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সূত্রপাত হইল। যখন হায়দার দিন্দিগালের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছামত সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিলেন; এমন কি মহীশূরে তাঁহার তুল্য পরাক্রান্ত আর

কেহই রহিল না। একদিন তিনি হঠাৎ একদল সৈন্য লইয়া, রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হন এবং মহীশূরের রাজাকে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক পদচ্যুত করিয়া, স্বাধীন নৃপতির আসনে সমারূঢ় হইলেন।

মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হায়দারাবাদের নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা হায়দারের ক্ষমতা সঙ্কোচ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজদের সহিত নিজামের পূর্ব্বে একটা সন্ধি হয়। সন্ধির কারণ এই যে, সলবৎজঙ্গের ভ্রাতা নিজাম আলি ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নিজামের পদ গ্রহণ করেন। উত্তর সরকারও ইঁহারই অধিকৃত ছিল। কিন্তু ক্লাইব দিল্লী-সম্রাটের নিকট হইতে ঐ প্রদেশের এক সনন্দ লইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত কোম্পানী উক্ত প্রদেশ বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে সফলকাম না হওয়ায় আট লক্ষ টাকার বার্ষিক কর দান ও ন্যায্য বিষয়ে সৈন্যদ্বারা সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতিতে নিজাম আলির সহিত সন্ধি করিলেন।

এই সন্ধির জন্যই নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়েরা, যখন যুদ্ধ করিয়া, হায়দারের ক্ষমতা-সঙ্কোচ করিতে প্রবৃত্ত

হইলেন, তখন নিজামের সাহায্যার্থ ইংরাজদিগকে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল। এই কারণেই ইংরাজদের সহিত হায়দার আলির প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাহরাট্টারা প্রথমেই মহীশূরের উত্তরভাগ লুট করিতে আরম্ভ করিল। সে সময়ে তাহারা অত্যন্ত উৎকোচপ্রিয় ছিল, টাকা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিত। সুতরাং হায়দার প্রথমে তাহা-দিগকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিলেন; অবশেষে নিজামকেও উৎকোচ দ্বারা স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। মাহরাট্টারা যুদ্ধ না করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু নিজাম প্রকাশ্যভাবে হায়দারের সহিত যোগ দিলেন। সুতরাং মান বাঁচাইতে ইংরাজদিগকে একাকী হায়দারের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল।

১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিজামের এইরূপ দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত কর্ণেল স্মিথের নেতৃত্বে একদল সৈন্য তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে নিজাম ভীত হইয়া, হায়দারের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় ইংরাজদের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু হায়দার কিছুতেই বিচলিত হইলেন না, তিনি অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং নানা-স্থানে ইংরাজদিগকে বিপন্ন করিতে লাগিলেন।

এদিকে কর্ণেল স্মিথও হায়দারের অনেক স্থান অধিকার করিয়া লওয়ায় হায়দার ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। কিন্তু মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহার নিকট অসঙ্গত টাকার দাবী করায় সন্ধি হইল না। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ, হায়দার মনোনীত ও সুদক্ষ ৬০০০ হাজার সেনা লইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন। সেনাপতি স্মিথও বিশেষ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়দার কৌশল করিয়া কর্ণেল স্মিথকে বহু দূরে ফেলিয়া হঠাৎ চতুর্দ্দিক হইতে মান্দ্রাজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। মান্দ্রাজ নগরের ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া হায়দারের সর্ত্তানুযায়ী এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধির দ্বারা স্থির হইল যে, উভয় পক্ষ পরস্পারের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন এবং এক পক্ষের বিপদে অন্যপক্ষ যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

এই সন্ধির পর মাহরাট্টারা হায়দার আলির রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তিনি সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, কিন্তু ইংরাজেরা সন্ধির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না, তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। হায়দার নানা ক্ষতি স্বীকার করিয়া মাহরাট্টাদের

সহিত সন্ধি করিলেন ; কিন্তু ইংরাজদের এইরূপ ব্যবহারে তাঁহাদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি নিজামের সহিত মিলিত হইয়া, ইংরাজদের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই তারিখে হায়দার সুশিক্ষিত ৯০০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও একশতটি কামান লইয়া কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক বহু গ্রাম পোড়াইয়া দিলেন এবং ইংরাজাধীন প্রজাদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজের গবর্ণার বাহাদুর, সেনাপতি স্যার হেক্টার মন্‌রো ও কর্ণেল বেলিকে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হায়দার, বেলির ২,৫০০ সাহসী সৈন্যদলকে অচিরে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সেনাপতি মন্‌রো বেলির এই অবস্থা দেখিয়া ভয়ে মান্দ্রাজে পলায়ন করিলেন। এসংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, হেস্‌টিংস্‌ বাঙ্গ্‌লার সেনাপতি স্যার আয়ার-কূটকে নূতন একদল সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে পোর্টোনাভো নামক স্থানে এবং ঐ সালের ২৭শে অক্টোবর সেলিঙ্গর নামক স্থানে কূটের সহিত হায়দারের যুদ্ধ হইল। এই

দুই যুদ্ধেই হায়দার পরাজিত হইলেন ; তাঁহার প্রায় ১০,০০০ সৈন্য বিনষ্ট হইল। কোম্পানীর পক্ষে ৩০০র অধিক সৈন্য বিনষ্ট হয় নাই। এই যুদ্ধের পর কূটের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেশে গমন করেন। অক্লান্ত কর্ম্মী হায়দার মাহরাট্টাদের সাহায্য লাভ করিয়া পুনরায় দৃপ্ত তেজে কর্ণাট আক্রমণ করেন। সেই সময় হঠাৎ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

হায়দারের পুত্র টিপু সুল্তান পিতার ন্যায় সাহসী ও পাকা যোদ্ধা ছিলেন। তিনি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক বৎসরকাল যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকর্ম্মণ্য সাব্যস্ত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এদিকে টিপু একলক্ষ সৈন্য লইয়া মাঙ্গালোরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া, তত্রত্য তিন সহস্র ইংরাজ সৈন্যকে নয় মাস অবরুদ্ধ রাখিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন (১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে)। অতঃপর মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল ফুলারটনকে টিপুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ফুলারটন্ রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের নিকটবর্ত্তী হইলে, টিপু

রাজধানী রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনায় ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির সর্ত্তানুসারে উভয় পক্ষ যে সমুদয় স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের এই সন্ধিই ইতিহাসে 'মাঙ্গালোরের সন্ধি' নামে খ্যাত।

হেষ্টিংশের কর্ম্ম-ত্যাগ ও ইংল্যাণ্ডে বিচার

এদেশে হেষ্টিংস্ বিবিধ অত্যাচার করিতেছেন—এই সংবাদ শুনিয়া, ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার ইচ্ছা করিলেন। হেষ্টিংস্ পূর্ব্বেই এই সংবাদ জানিতে পারিয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া, ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেশে পৌঁছিয়া রাজা, রাণী ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টার কর্ত্তৃক সমাদরে গৃহীত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভারতবর্ষের অত্যাচারের কথা সে দেশের অনেকেরই স্মরণ ছিল। বার্ক্, সেরিডেন্, ফক্স প্রভৃতি তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ সাঙ্ঘাতিক অভিযোগ উপস্থিত করিলেন; অবশেষে পার্লামেন্টের মহাসভায় তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল। আইনজ্ঞ বাগ্মীপ্রবর বার্ক্ সাহেব ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে হেষ্টিংসের নামে রোহিলাযুদ্ধ, চৈৎসিংহের সর্ব্বনাশ,

অযোধ্যায় বেগমদিগের ধনাপহরণ ও অন্যান্য বহু অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া এই প্রসিদ্ধ বিচার চলিয়াছিল। অবশেষে তিনি নানারূপ অশান্তি ও নির্য্যাতন ভোগ করিয়া, প্রচুর অর্থব্যয়ে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হেষ্টিংসের চরিত্র

হেষ্টিংস্ সাহসী, বিচক্ষণ, শাসন-দক্ষ ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। তিনিই ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে এদেশে স্থাপন করেন। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে নানাজনে নানারূপ কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অর্থ-শোষণ, [illegible]র অভাব ও অবিবেচনা দোষ তাঁহার চরিত্রকে বিশেষরূপ কলুষিত করিয়া দিয়াছিল। হেষ্টিংস্ মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার জন্য কলিকাতা নগরীতে মাদ্রাসা কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার শাসন-সময়েই শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হইয়া, কয়েক বৎসর পরে "সমাচার দর্পণ" নামে সংবাদ পত্রিকা প্রচারিত হয়। ব্যক্তিগত জীবনে হেষ্টিংশ দয়ালু, সদালাপী ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি যে একজন অসাধারণ মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্য-বিস্তার ও শাসন-সংরক্ষণ

হেষ্টিংসের বিলাত গমনের পরে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর ম্যাক্‌ফারসন সাহেব ১৭৮৫ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত গভর্ণর-জেনারেলের কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড্ কর্ণওয়ালিস্ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথমে ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি দুই বার ভারতবর্ষের গভর্ণার জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রথম বারের শাসন ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা দুইটী ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ—(১) মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ। (২) বঙ্গদেশীয় জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

মিঃ ম্যাক্-ফারসন ও লর্ড কর্ণ্ওয়ালিস্

কর্ণওয়ালিসের ভারতবর্ষে আসিবার চারি বৎসর পরেই মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। হায়দার আলির পুত্র টিপু সুলতান গোঁড়া মুসলমান ছিলেন।

সম্রাট ঔরঙ্গজীবের ন্যায় তিনিও মুসলমান সাম্রাজ্য ও ধর্ম্ম-বিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি মহীশূরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহ জয় করিয়া, তত্রত্য অধিবাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, ১৭৮৯ খৃস্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কুরের হিন্দু রাজ্য আক্রমণ করেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজার সহিত ইংরাজদের বন্ধুত্ব থাকাতে তাঁহারা উক্ত রাজার অনুকূল হইলেন। এজন্য ইংরাজদের সহিত ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ উপস্থিত হইল।

মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ

ত্রিবাঙ্কুরের রাজার প্রার্থনানুসারে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। [illegible] এই যুদ্ধে নিজাম সরকার ও মারহাট্টা জাতি দাক্ষিণাত্যের এই শ্রেষ্ঠ শক্তিদ্বয় ইংরেজদিগের পক্ষাবলম্বন করে। কর্ণ্-ওয়ালিস্ নিজে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন পক্ষ একত্র হইয়া, টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলে, টিপু পরাজিত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে টিপু মিত্রতাবদ্ধ বলত্রয়কে স্বরাজ্যের অর্দ্ধাংশ ও যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ তিন কোটি টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

পাছে টিপু সন্ধির নিয়মানুসারে কার্য্য না করেন, এইজন্য ইংরাজেরা তাঁহার দুই পুত্রকে আপনাদের নিকট প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া দিলেন। টিপুর প্রদত্ত অর্দ্ধাংশ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, একভাগ নিজাম, একভাগ মহারাষ্ট্রীয়েরা ও অপর ভাগ ইংরাজেরা লইলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর্ণওয়ালিসের আর একটি মহৎ কীর্ত্তি। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় প্রতি পঞ্চম বর্ষে জমিদারদিগের সহিত নূতন করিয়া বন্দোবস্ত হইত এবং কেহ বর্দ্ধিত হারে কর দিতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহার জমিদারী অপরের হস্তে নিপতিত হইত। এজন্য জমিদারেরা প্রজাদের উন্নতিকল্পে যত্নবান না হইয়া, অত্যাচার করিয়া অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ এইরূপ ব্যবস্থা লুপ্ত করিয়া, যাহাতে জমিদারদের ভূমিতে চিরস্থায়ী স্বত্ব থাকে, সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরাও ইহা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে হেষ্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সিস্ সাহেবই এই প্রথার, প্রধান সমর্থক ছিলেন। তাঁহার মতই সুসঙ্গত বিবেচনা করিয়া, ঐরূপ ভাবে কার্য্য করিবার আদেশ লইয়া কর্ণওয়ালিস্ এদেশে আসিয়াছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কর্ণওয়ালিস এদেশে আসিবার পর কোন্ জমিদারের নিকট কিরূপ কর লওয়া যাইতে পারে, প্রথমে তাহা স্থির করিলেন। তিনি মুসলমান সম্রাটদের ন্যায় ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের উপর দৃষ্টি না রাখিয়া, পূর্ব্বে যে জমিদার যে হারে কর দিতেন, তাহারই গড়্ পড়তা ধরিয়া ভবিষ্যতের কর নির্দ্ধারণ করিলেন। এই কার্য্য শেষ হইলে, জমিদারদের সহিত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হইল। ইহারই নাম 'দশশালা বন্দোবস্ত' (১৭৯১ খ্রীঃ অঃ)। ১৭৯৩ অব্দে ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে এই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে, সার জন্ শোর্ নামক রেভিনিউ বোর্ডের জনৈক সদস্য লর্ড্ কর্ণওয়ালিসকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কর্ণওয়ালিস অভিভাবকহীন নাবালক জমিদারদিগের শিক্ষা-বিধান ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থ কোর্ট্ অব ওয়ার্ড্স প্রতিষ্ঠিত করেন।

অতঃপর কর্ণ্ওয়ালিস্ বিচার সংক্রান্ত কার্য্যাদির সুব্যবস্থা করেন। তিনি কলিকাতায় সদর নিজামৎ আদালত বা সর্ব্বপ্রধান ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করেন। কালেক্টর ও জজের কার্য্য পৃথক করা হইল।

নূতন বিচারালয় ও ব্যবস্থা

প্রত্যেক জেলায় জজ্ ও মুনসিফ্ নিযুক্ত হইলেন। আপিল করিবার জন্য কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় এক একটি প্রদেশীয় বিচারালয় স্থাপিত হইল। দেশের নানা স্থানে থানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তথায় দারোগা উপাধি ধারী এক এক জন শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলেন। বার্লো নামক একজন আইনজ্ঞ ব্যক্তির উপর আইন-প্রণয়ন এবং প্রচলিত আইনসকল সঙ্কলনের ভার অর্পিত হইল। ১৭৯৩ খ্রীঃঅঃ বার্লো উভয় কার্য্য সমাধা করিলে, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনসমূহ গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও দেশীয় ভাষায় অনূদিত হইল। ১৭৯৩ খ্রীঃ অঃ আগষ্ট্ মাসে কর্ণ্ওয়ালিস্ স্বদেশে যাত্রা করেন।

কর্ণওয়ালিসের পর সার জন্ শোর ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল হন। ইহার শাসন-সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। ১৭৯২ অব্দের সর্ত্তানুযায়ী টিপুর দুই পুত্র ইংরাজদিগের নিকট ছিল, শোর সাহেব পুত্রদ্বয়ের মহীশূরে প্রত্যাগমন করিবার ব্যবস্থা করেন (১৭৯৪ খ্রীঃ অঃ)। ১৭৯৫ খ্রীঃ অঃ বারাণসী প্রদেশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হইল। তথায় ইংরাজ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নিযুক্ত হইলেন এবং চিরস্থায়ী

সার জন্ শোর.
[১৭৯৩-৯৮]

বন্দোবস্ত প্রচলিত হইল। এসময়ে টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়েরা মিলিত হইয়া, নিজাম রাজ্য আক্রমণ করিলেন। নিজাম ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শোর সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। নিজাম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয় ও টিপুর অনুকূলে সন্ধি করিলেন। ১৭৯৮ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে "লর্ড টেন্‌মাউথ" উপাধি লাভ করিয়া, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

লর্ড টেন্‌মাউথের পর মনিংটন্ গভর্ণরজেনারেল হইয়া এদেশে আসেন। ইনি পরে মার্ক্ ইস অব্ ওয়েলেস্‌লি উপাধি পাইয়া এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত হয়েন। লর্ড মনিংটন ফরাসীদিগের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার রাজনীতি এইরূপ ছিল যে, ইংরাজেরা সকল স্থানেই আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিবেন। লর্ড্ মনিংটনের

মার্ক্ ইস্ অব
ওয়েলেস্‌লি
[১৭৯৮-১৮০৫]

সময় হইতেই ভারতের ইতিহাসে ক্রমে এই রাজনীতির উন্নতি ও বিকাশ দেখা যায়। তারপর ১৮৮৭ অব্দের জানুয়ারীর ১লা তারিখে দিল্লীর সমৃদ্ধ দরবারে ভারতের সমস্ত অধিরাজবর্গের সমক্ষে

প্রকাশ করা হইল যে, অদ্য হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী' উপাধি গ্রহণ করিলেন, তখন ঐ রাজনীতির চরম ফল পরিস্ফুট হয়।

ভারতে ফরাসী-দিগের কর্তৃত্ব (১৭৯৮-১৮০০)

লর্ড মনিংটন যখন ভারতবর্ষের সমাগত হয়েন, তখন ফরাসীরা নিজাম, সিন্ধিয়া ও টিপু সুলতানের সৈনিক দলে যথেষ্ট কর্তৃত্ব করিতে ছিল। মনিংটন যাহাদিগকে জাতীয় শত্রু বলিয়া মনে করিতেন, এখন তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের তিনটী প্রধান রাজশক্তির পরিচালনায় ব্যাপৃত দেখিয়া হিংসায় জ্বলিয়া গেলেন। এই সময়ে ফরাসী সাম্রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ আপনাদের অধিপতি সপ্তদশ লুইর প্রাণদণ্ড করিয়া, সাধারণতন্ত্রের জয়-ঘোষণা করিয়াছিল। টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আপনার রাজধানীতে ফরাসীদিগকে স্বাধীনতার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষ রোপণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন এবং নিজেও সাধারণ-তন্ত্র সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন। মরিসাস দ্বীপের ফরাসী গভর্ণর সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাধারণ-তন্ত্রের প্রতি আস্থা

দেখাইয়া, ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিশরে পৌঁছিয়া, টিপুকে ইংরাজদের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত, স্বয়ং ভারতে আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন।

লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি ভারতবর্ষীয় ফরাসীদিগের সমস্ত আশা-ভরসা নির্ম্মূল করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইভের বীরত্ব-প্রভাবে ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের কূট রাজনীতির ফলে বাঙ্গালায় ইংরাজদের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগের ক্ষমতায় মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথে টিপু, নিজাম ও মাহরাট্টারা প্রবল ছিলেন। খাশ্ মহারাষ্ট্র দেশে পেশ্ওয়া বাজি রাও অপেক্ষা দৌলাতরাও সিন্ধিয়া, যশোবন্ত রাও হোলকরা ও নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁস্‌লা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে রঘুজী আধিপত্য করিতেছিলেন। প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য ইঁহার অধীন ছিল। দৌলত রাও বিন্ধ্যাচলের উত্তরে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের অধি-

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা ১৭৯৮

পতি ছিলেন। ইঁহার প্রায় ষাট্ হাজার সৈন্য একজন ফরাসী সেনাপতির তত্ত্বাবধানে শিক্ষিত হইতেছিল। আর পরাক্রান্ত যশোবন্ত রাও বোম্বাই প্রদেশ ও সিন্ধিয়ার অধিকারের মধ্যস্থলে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছিলেন; ইনি প্রায় আশি হাজার সৈন্য যুদ্ধস্থলে একত্র করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজামের রাজ্যে দশ হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য রেমণ্ড নামক ফরাসী সেনাপতির অধীনে ছিল। লর্ড ওয়েলেস্লি এইরূপ বহু সংখ্যক সৈন্যের অধিপতি পরাক্রান্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইলেন।

নিজামের সহিত যুদ্ধ (১৭৯৮)

এই সময় টিপু সুলতান যুদ্ধের আয়োজন করাতে লর্ড্ ওয়েলেস্লি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন: কিন্তু টিপু কোন সদুত্তর দিলেন না। গভর্ণর এই গর্ব্বিত ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে নিজামের সহিত নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে নিজাম ফরাসী সৈনিক-দিগকে বিদায় দিলেন এবং ইংরেজ গভর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ইউরোপীয়কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধ

১৭৯৯ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন ও ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্ব ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং মান্দ্রাজে যাইয়া যুদ্ধ ঘোষণা পূর্ব্বক সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই হইতে দুইদল সৈন্য টিপু সুলতানের রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিল। এদিকে আবার গবর্ণর জেনারেলের ভ্রাতা স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লির অধীনতায় নিজামও একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

ইংরাজ সৈন্য এইরূপ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া, শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ করিল। যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন। শবরাশির মধ্য হইতে তাঁহার নিষ্প্রাণ দেহ বহির্গত করিয়া, হায়দর আলির সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত করা হইল। যুদ্ধে ইংরাজগণ অবিসম্বাদিতরূপে জয়ী হইলেন। গবর্ণর জেনারেল মহীশূর রাজ্যকে পুনরায় তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রথম অংশ নিজামের হস্তে, দ্বিতীয় অংশ কোম্পানীর হস্তে এবং অবশিষ্টাংশ হায়দার আলী কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত পুরাতন হিন্দু-রাজার পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। টিপুর সন্তানগণ

বৃত্তিভোগী হইয়া ভেলোর দুর্গে স্থানান্তরিত হইলেন।

ব্রিটিশ জাতির প্রাধান্য স্থাপন ও কোম্পানীর রাজ্য সম্প্রসারণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, গবর্ণর জেনারেল আপনার অবলম্বিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতে সমুৎসুক হইলেন; এবং টিপু সুলতানের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে আরম্ভ করিল। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে তাঞ্জোরের রাজাকে বৃত্তিভোগী করিয়া, উহার শাসন-ভার আপনাদের হস্তে লইলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে নিজাম আপনার রাজ্যস্থিত ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে প্রদত্ত মহীশূর রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ পুনরায় কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে সুরাটের নবাবকে ও ১৮৫১ খৃঃ অব্দে কর্ণাটের নবাবকে তাঞ্জোর রাজের ন্যায় বৃত্তিভোগী করিয়া, উক্ত ক্ষুদ্র রাজ্যদ্বয় কোম্পানীর অধীন করিয়া লইলেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে গবর্ণর জেনারেল অযোধ্যার শান্তি রক্ষার্থ দুইদল ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই দুইদল সৈন্যের ব্যয়-ভার নির্ব্বাহার্থ অযোধ্যার নবাব সাদত আলি ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর বাঙ্গালা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব ও

কোম্পানীর রাজ্যবৃদ্ধি ১৭৯৯-১৮০১

রহিলখণ্ড নামক রাজ্যদ্বয় ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তের ও দক্ষিণাপথের বহু স্থান কোম্পানীর হস্তগত হইল। মার্কুইস্ ওয়েলেসলির সাধনা সিদ্ধ হইল।

১৮০১ খৃঃ অব্দে পেশ্ওয়া দ্বিতীয় বাজীরাও হোলকারের ভয়ে ভীত হইয়া, বেসিন নামক স্থানে গবর্ণর জেনারেলের প্রস্তাবিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন।

দ্বিতীয় মাহারাট্টা যুদ্ধ ১৮০২-১৮০৪

কিন্তু অন্যান্য স্থানের মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিগণ পেশওয়ার ন্যায় গবর্ণার জেনারেলের মতানুযায়ী লিখিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৮০২ খৃঃ অব্দে ইংরেজদের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দের পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে সন্ধি-সর্ত্ত তুচ্ছ করিয়া, পেশ্ওয়াও আসিয়া যোগ দিলেন। আর্থার ওয়েলেস্লি আসাই ও আর্গম্ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, আহাম্মদনগর অধিকার করেন। সেনাপতি লেক্ আলিগড় ও লাসোবাড়ী যুদ্ধে জয়ী হইয়া, দিল্লী ও আগ্রা ইংরাজদের অধিকার-ভুক্ত করেন। ১৮০৩ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়া ও রঘুবীর ভোঁসলা ইংরেজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন।

সান্ধিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, বরোচ ও আহাম্মদনগর এবং রঘুজী ভোঁসলা পুরী, কটক ও বালেশ্বরের শাসন-ভার কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিয়া, সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। উক্ত যুদ্ধসমূহের মধ্যে আসাইয়ের যুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে ইংরেজগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

লর্ড ওয়েলেস্‌লি সর্ব্বদা যুদ্ধ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সদনুষ্ঠানে অমনোযোগী হন নাই। মৃতবৎসা মহিলারা আপনার পুত্র সন্তানগণের দীর্ঘ জীবন কামনায় প্রথমজাত সন্তানটিকে গঙ্গা-সাগরে নিক্ষেপ করিত। ১৮০১ খৃঃ অব্দে লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি সে প্রথা উঠাইয়া দেন। লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি সময়াভাবে তিন জন স্বতন্ত্র বিচারকের হস্তে সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য-ভার সমর্পন করেন। ইংরাজ বেসামরিক্ কর্ম্মচারীদিগকে এতদ্দেশীয় ভাষা

রাজ্যশাসন

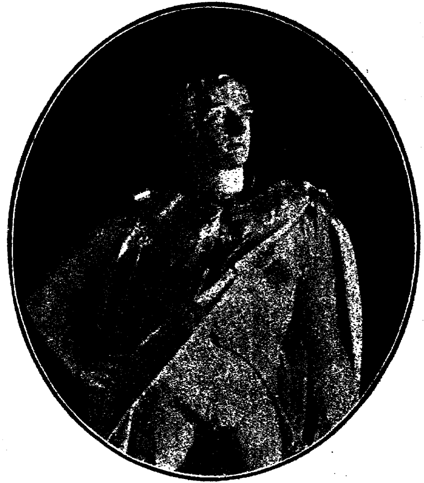
শিখাইবার জন্য ১৮০০ খৃঃ অব্দে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ে রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "রাজাবলী" ও কেরী সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রণীত ও প্রচারিত হয়।

ওয়েলেস্‌লির সময়ে ব্রিটিশ ইষ্ট্ইণ্ডিয়া কোম্পানীর



লর্ড কর্ণওয়ালিস্

[A. W. Davis-য়ের মূল চিত্র হইতে]



মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি

[ভাস্কর জন বেকনের গঠিত মর্ম্মর মূর্ত্তির আলোকচিত্র]

রাজ্যসীমা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। রাজ্য-বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে ক্রমাগত যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইয়াছিল ; কিন্তু অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি করা ডিরেক্টরদের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্য তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক লর্ড ওয়েলেস্‌লিকে পদচ্যুত করিয়া, কর্ণওয়ালিস্‌কে দ্বিতীয় বারের জন্য তৎপদে নিযুক্ত করেন।

লর্ড ওয়েলেসলির পদচ্যুতি ১৮০৫

ডিরেক্টরগণ লর্ড কর্ণওয়ালিসকে রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিতে আদেশ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া ডিরেক্টরদিগের আদেশ পালন করিবার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু বার্দ্ধক্যে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষাকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ কালে ৫ই অক্টোবর তারিখে গাজীপুরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ১৮০৫

কৌন্সিলের প্রধান সদস্য স্যার জর্জ্জ বার্লো লর্ড কর্ণওয়ালিসের পর গবর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ডিরেক্টারদের আদেশ অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি মাহরাট্টা নৃপতিদের

সঙ্গে কোন কলহে কিংবা কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অধিকার বিস্তৃত হইলে, ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে উহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়। অধিকন্তু চারিটি "প্রভিন্সিয়াল কোর্ট" স্থাপিত হয়।

ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ ১৮০৬

মান্দ্রাজের কর্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, সিপাহীরা যখন একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের প্রণালী শিক্ষা করিবে, তখন তাহারা তিলক, ফোঁটা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। এই কথা শ্রবণ করিয়া সিপাহীদিগের মনে রীতিমত আঘাত লাগিল। তাহারা সকলে মিলিয়া স্থির করিল যে, তাহাদের গৌরবের চিহ্ন সকল তাহারা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিবে না। নানা সন্দেহ প্রযুক্ত ভেলোরের সিপাহীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল। টিপু সুলতানের বংশধরগণও এই অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ১০ই জুলাই গভীর নিশীথে সিপাহীরা ইংরাজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, তাহাদের অনেককে নিহত করিল। আর্কট নগরে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তথাকার সেনাপতি ভেলোরে আসিয়া অশান্ত সিপাহীদিগকে দমন করিলেন।

লর্ড মিণ্টো
[১৮০৭-১৮১৩]

লর্ড্ মিণ্টো ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল হইয়া আগমন করেন। তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত না থাকিয়া কোম্পানীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপনে মনোযোগী হইয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বের প্রাক্‌কালে শিখ, পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া চারিদিকে উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। প্রথমে তিনি শিখদের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি-বন্ধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েন।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি
১৮০৯

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিখ সমাজে রণজিৎ সিংহ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির আবির্ভাব হইয়াছিল। রণজিতের পিতার নাম ছিল মহাসিংহ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে গুজরাণওয়ালায় রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণপণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সিংহ সর্ব্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তঁহোর একটি চক্ষু নষ্ট হয়। রণজিৎ সিংহের আট বৎসর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তিনি তাঁহার মাতার ও দেওয়ান

লক্ষ্মীপৎ সিংহের তত্ত্বাবধানে পলিত হয়েন। আহম্মদশাহ দুর‍্যাণীর পৌত্র জামানশাহ ১৭৯৯ অব্দে যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন রণজিৎ সিংহ তাঁহার সবিশেষ সাহায্য করায়, পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য ও 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। ক্রমে শিখদের সকল সর্দ্দার তাঁহার ক্ষমতা মানিয়া লওয়ায় তাঁহার অধিকার বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়। গবর্ণার জেনারেল লর্ড মিণ্টো ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে, তিনি পাতিয়ালা ও ঝিন্দ্ আক্রমণ করেন। ১৮০৯ অব্দে রণজিৎ সিংহ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রণজিৎ সিংহ ইংরাজদের অধিকৃত বা আশ্রিত কোন জনপদ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ইংরাজেরাও তাঁহার রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

যাভা অধিকার ১৮১১ খৃঃ

সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হল্যাণ্ড অধিকার করিলে, ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যাভা-দ্বীপ তাঁহার হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টো স্বয়ং ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে যাত্রা করেন। যুদ্ধের পর যাভাতে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী যে সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন,

নূতন সনন্দ ১৮১৩ খৃঃ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উহার মেয়াদ শেষ হয়। এই বৎসর তাঁহারা আবার নূতন সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অনুসারে (১) ইংরাজ কোম্পানী আরও ২০ বৎসরের জন্য আপনাদের রাজ্যভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। (২) ভারতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হয়; কেবল চীনদেশে উক্ত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা থাকে। (৩) ভারতবর্ষীয়দের সাহিত্যের উন্নতি ও লোকশিক্ষার উৎকর্ষ সাধন জন্য কোম্পানী বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। (৪) খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-প্রচারকেরা ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিশ্চিন্ত অধিকার লাভ করেন। এজন্য কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজে একজন আর্কডিকন্ নিয়োজিত হয়েন। এখন হইতে তাঁহারা বণিগ্‌বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড্ ময়রা [১৮১৩-১৮২৩]

লর্ড্ মিণ্টোর পর লর্ড্ ময়রা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। লর্ড ময়রার শাসন-কালমধ্যে ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের

প্রাধান্য রীতিমত বদ্ধমূল হয় ; এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সীমা প্রসারিত হইয়া উঠে। তাঁহার শাসনকালে দুইটি প্রধান যুদ্ধ ঘটে। একটি নেপালের গুর্খা সৈন্যদের সহিত, অপরটি মারাঠাদের সহিত শেষ যুদ্ধ।

নেপাল যুদ্ধ [১৮১৪-১৮১৫]

গবর্ণার জেনারেল ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়াই দেখিতে পাইলেন যে, নেপালের গুর্খা সৈন্যগণ ইংরাজ রাজ্য ক্রমাগত আক্রমণ করিতেছে। নেপালে দূত প্রেরণ করিয়া গোলযোগ মিটাইতে না পারিয়া, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে অক্টরলোনি, জিলেস্‌পি, উড্‌ ও মার্টিণ্ডেল্‌ নামক চারি জন সেনাপতির অধীনে চারিদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। এই যুদ্ধে সেনাপতি জিলেস্‌পি ও মার্টিণ্ডেল্‌ নিহত হইলেন এবং উড্‌ ও অক্টারলোনি অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে বহুকষ্টে সেনাপতি অক্টরলোনি নেপালরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করান। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কুমায়ুন, দেরাদুন অঞ্চল ও অধিকাংশ তরাই প্রদেশ লাভ করেন। নেপালরাজ স্বীয় রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেণ্ট রাখিতে সম্মত হন। যুদ্ধ শেষে লর্ড ময়রা "মার্কুইস্‌ অব্‌ হেষ্টিংস্‌" পদবী এবং

জেনারেল অক্টারলোনি 'স্যার' উপাধি লাভ করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ "মনুমেণ্ট' স্যার অক্টারলোনির স্মৃতি-বিজড়িত।

পিণ্ডারীদের সহিত যুদ্ধ (১৮১৭)

আফগান, জাঠ প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিংস্র প্রকৃতির লোক, পিণ্ডারী নামক একটী দস্যুদল গঠন করিয়া, দেশের নানাস্থান লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই দলে প্রায় চৌষট্টি হাজার অস্ত্রধারী লোক ভর্ত্তি হইয়াছিল। ১৮০৪ হইতে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দলটি বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সচরাচর মালব, রাজপুতনা ও বেরারে ইহাদের বড় দৌরাত্ম্য ছিল। মাকু ইস্ অব্ হেষ্টিং-সের প্রযত্নে এই বৃহৎ দস্যুদলের উচ্ছেদ সাধিত হয়। ১৮১৭ অব্দে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান তাহাদের প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। গবর্ণার জেনারেল তাঁহাকে নবাবি পদ প্রদান করেন। আমীর খাঁ নবাব হইয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের সমস্ত লোককে দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে পিণ্ডারীদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনা, নাগপুর ও ইন্দোরের মারাঠা ভূপতিগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। গবর্ণর জেনারেলের

মাহরাট্টাদের সহিত যুদ্ধ ও পরিণাম ১৮১৭-১৮১৮

যত্নে তাঁহারা দমিত হইলেন। গবর্ণমেণ্ট পেশওয়ার রাজ্য অধিকার করিয়া, শিবাজী বংশীয় একটি বালককে সেতারার আধিপত্য দান করেন এবং পেশ্ওয়া বার্ষিক আটলক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কানপুরের নিকটবর্ত্তী বিঠুরে যাইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করেন। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আহম্মদাবাদ, পুনা, কঙ্কন, ও সমগ্র মহারাষ্ট্র কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হয়। নাগপুরের মহারাজ আপ্পাসাহেব সীতাবল্‌দি পাহাড়ের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন; এবং লর্ড হেষ্টিংসের মতানুসারে রঘুজীর পৌত্র নাগপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ অব্দে রঘুজীর বিধবা মহিষী বঙ্কবাই এই অভিনব নৃপতির রক্ষয়িত্রী হয়েন। এইরূপে মারাঠা নৃপতিদের প্রভাব খর্ব্ব হইল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী পেশবার রাজ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত ও কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হইল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক জেলায় শাসন-কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেতারা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর ও নাগপুরের ভূপতিগণ ইংরাজ কোম্পানীর সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

লড হেস্‌টিংসের সময় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়। এই সময়ে কেরি, মার্শম্যান্ প্রভৃতি শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা ১৮১৮ অব্দের মে মাসে "সমাচার দর্পণ" নামক একখানা বাঙ্গালা সংবাদ-প্রত্র বাহির করেন। তাঁহার সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানীর ছয় কোটি টাকা আয় বৃদ্ধি পায়।

হিন্দুকলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা

মার্কুইস্ অর হেষ্টিংস চলিয়া গেলে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ ও ভারতপুরের দুর্গঅধিকার এই দুই ঘটনায় তাঁহার রাজ্য-কাল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

লর্ড আম্‌হার্ষ্ট [১৮২৩-১৮২৮]

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা, বাঙ্গালার প্রান্ত-বর্ত্তী আসাম দেশ জয় করিয়া, ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন। ব্রহ্মদেশের রাজার এইরূপ আকস্মিক আক্রমণের কারণ কি, তাহা জানিবার জন্য গবর্ণার জেনারেল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। ব্রহ্মদেশের রাজা কোন উত্তর প্রদান না করিয়া, বাঙ্গালার উত্তর পূর্ব্ব

ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ

প্রান্ত কাছাড় দেশে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত সৈন্যদল ইংরাজসৈন্য কর্তৃক বিতাড়িত হইল এবং সমুদ্র-পথে আর একদল ইংরাজ সেনা রেঙ্গুন আক্রমণার্থ প্রেরিত হইল। এই আক্রমণেই রেঙ্গুন অধিকৃত হইল।

ব্রহ্মদেশের নৃপতি বান্দুলা নামক সেনাপতিকে বৃহৎ একদল সেনাসহকারে ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ফলে, বান্দুলা ইংরাজ সেনার নিকট ভীষণভাবে পরাজিত হইলেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জান্দাবু নামক স্থানে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত ইংরাজের সন্ধি হইল। এই সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা বর্মার উপকূল, আসাম, আরাকান ও তেনাসেরিম্ প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন।

সে সময়ে ভারতবর্ষের যে সকল দুর্গ দৃঢ়তম বলিয়া পরিচিত ছিল, ভরতপুরের দুর্গ তাহাদের অন্যতম। ইংরাজেরা দুইবার ইহা আক্রমণ ও অবরোধ করিয়াও উহা বিজয়ে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এইজন্য ভারতবর্ষের

ভরতপুরের দুর্গ

সর্ববত্র উহা অজেয় দুর্গ বলিয়া পরিচিত ছিল। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের রাজার মৃত্যু হয়। জনৈক সর্দার উক্ত রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু ঐ সর্দারের ভরতপুরের

রাজ্যের উপর কোন অধিকারই ছিল না। লর্ড আমহার্ষ্ট, মৃত রাজার পুত্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য লর্ড কাম্বারসিয়ারের অধীন একদল সৈন্য ভরতপুরে পাঠাইয়া দেন। লর্ড কাম্বারসিয়ার ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করিয়া, বারুদ সহযোগে উহার প্রচীর উড়াইয়া দিয়া দুর্জ্জয় ভরতপুর দুর্গ অধিকার করেন। ইহার পরে ভরতপুর রাজ্যের যথার্থ অধিকারী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক [১৮২৮-১৮৩৫]

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাতবৎসর কাল গভর্ণার জেনারেলের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি এই সাত বৎসরকাল নানাদিক্ দিয়া ব্রিটিশ-ভারতের কল্যাণ করিয়াছিলেন। প্রথমেই রাজস্বের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি সুব্যবস্থা করেন। বেণ্টিঙ্ক সমাজসংস্কার সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করেন, তন্মধ্যে সতীদাহ প্রথা-নিবারণ তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে হিন্দুজাতির মধ্যে সতীদাহ নামক বড়ই একটি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। পতির মৃত্যু হইলে, তাহার বিধবা পত্নীকে পতির শবের সহিত জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধ করাকেই সতীদাহ বা 'সতী' বলিত।

সতীদাহ নিবারণ (১৮২৯ খৃষ্টাব্দ)

সহস্র সহস্র অপুত্রক উপায়হীনা বিধবা এইরূপে জ্বলন্ত চিতায় বাধ্য হইয়া প্রাণ দিত। একমাত্র বঙ্গদেশে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বৎসরে ৭০০ বিধবাকে চিতায় দগ্ধ করা হইয়াছিল। মুঘল সম্রাট্ আক্‌বর এই নিষ্ঠুর প্রথা দমন করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। বেন্টিঙ্ক মহাত্মা রামমোহন রায় প্রভৃতি সদাশয় ব্যক্তির সহায়তায় চিরদিনের জন্য এই জঘন্য প্রথা রহিত করিয়া দেন্।

ঠগী-দমন

ঠগী-নিবারণও বেন্টিঙ্কের একটি কীর্ত্তি। অনেকদিন হইতেই ঠগী নামক এক দস্যুদল জোট্ বাঁধিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিত। ইহারা রাত্রিকালে মশাল জ্বালিয়া ধনীর বাড়ীতে প্রবেশ করিত এবং যথাসর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া পলায়ন করিত। তাহারা নিরীহ পথিক, বণিক্‌দল বা তীর্থযাত্রী পাইলে, প্রথমে তাহাদের সহিত বন্ধুতা জমাইত এবং নানাপ্রকারে তাহাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া, অবশেষে অসতর্ক অবস্থায় সহসা গলায় রুমাল জড়াইয়া, তাহাদিগকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত ; পরে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত।

বেন্টিঙ্ক্ মেজর শ্রীম্যান্ নামক একজন যোগ্য



লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক

১৮২৮-১৮৩৫



লর্ড উইলিংডন্

১৯৩১-১৯৩৪

কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে ঠগীদিগকে দমন করেন। ছয় বৎসরের মধ্যে দেড় হাজার ঠগীর প্রাণদণ্ড হইল, বাকী পাঁচশত ভারত হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল।

বেন্টিঙ্কের আর একটি মহৎ কার্য্য ভারতবাসীদিগকে উচ্চপদে বিনিয়োগ। এ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কোন উচ্চ কার্য্যে দেশীয়েরা নিযুক্ত হইত না; বেন্টিঙ্ক ঐ ব্যবস্থা দূর করিয়া, দেশীয় লোকদিগকে দেওয়ানী কোর্টের বিচারক নিযুক্ত করিয়া, এক নূতন পথ প্রদর্শন করিলেন।

উচ্চ পদে ভারতবাসীর নিয়োগ

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে গৃহীত কোম্পানীর সনন্দের মিয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কোম্পানীর সনন্দের মিয়াদ বৃদ্ধি করিয়া লওয়া হইল। বেন্টিঙ্কের শাসন-কালে কালেক্টারেরা আবার ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচারের ভার পাইলেন। কয়েকটি জেলা লইয়া এক-একটি বিভাগ হইল। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিশনার নিযুক্ত হইলেন।

বিচার ব্যবস্থা

জেলার জজেরা প্রতি মাসে এক একবার দায়রার মোকর্দ্দমার (sessions cases) বিচারের ভার পাইলেন। তাঁহাদের ফৌজদারী বিষয়ক অন্যান্য কর্ত্তব্য কালেক্টারদের হস্তে সমর্পিত হইল।

লর্ড বেণ্টিঙ্ক আমাদের দেশে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেন। চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ইনি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ইঁহার শাসনকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপন করেন। এ সময়েই কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর' নামক সংবাদ-পত্র প্রচারিত হয়।

মেডিকেল কলেজ

ইঁহার সময়কার এক স্মরণীয় ঘটনা—মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা লাভ। পূর্ব্বে যাঁহারা সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা নিজ নিজ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে পারিতেন না। মেট্‌কাফ্‌ সেই ক্ষমতা প্রদান করেন। এইরূপে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

স্যার চার্লস্‌ মেট্‌কাফ্‌ [১৮৩৫ ৩৬]

লর্ড মেট্‌কাফের পরে ১৮৩৬ খৃস্টাব্দে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল পদে অধিরোহণ করেন। লর্ড মিণ্টোর সময় হইতে গবর্ণার জেনারেলগণ ইংলণ্ডস্থিত ডিরেক্টরগণের মতানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড [১৮৩৬-১৮৪২]

এবং তাহাতে দেশে শান্তি বিরাজ করিতে ছিল। কিন্তু অক্ল্যাণ্ড সেই নিয়ম ভঙ্গ করেন। তিনি ইউরোপীয়-দিগের দেওয়ানী মোকদ্দমা দেশীয় বিচারকের নিকট রুজু করিতে হইবে—এই নিয়ম করেন। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে আফগানীস্থানের বিশৃঙ্খলার উপর ইংরেজদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময়ে আহম্মদ শাহ্ দোর্‌রানীর বংশের শাহ্ সুজা ঘরোয়া যুদ্ধে পরাজিত হইলে, দোস্ত্ মোহাম্মদ 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বয়ং আফ্‌গান্ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যহারা শাহ্ সুজা পলাইয়া আসিয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে লুধিয়ানায় অবস্থান করিতে থাকেন। যাহা হউক, কাবুলে রুষ ও ফরাসীরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, অক্ল্যাণ্ড দোস্ত্ মোহাম্মদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, গবর্ণর জেনারল রাজ্যচ্যুত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে, একদল ইংরাজ সৈন্য সহ শাহসুজাকে আফগানীস্থানে প্রেরণ করিলেন।

আফ্‌গান্ যুদ্ধ

তথায় তুমুল যুদ্ধের পর ১৮৩৯ অব্দের আগষ্ট মাসে শাহ্ সুজা মহা সমারোহে কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে পলায়িত দোস্ত মোহাম্মদ ইংরেজ-হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলে, তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠান হইল। আফগানীস্থানে একদল ইংরেজ সৈন্য সহ একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট রাখা হইল। বিদেশীয়দের এত আধিপত্য আফগানদের সহ্য হইল না। দোস্ত্ মোহাম্মদের পুত্র আকবর পিতার দুর্গতি দেখিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-আয়োজন করিলেন। ১৮৪১ অব্দের নবেম্বর মাসে আফ্গান্গণ অস্ত্র ধারণ করিল; এবং তাহাদের আকস্মিক আক্রমণে প্রায় পনের হাজার ইংরাজ সৈন্য ও সেনাপতি নিহত হইলেন। কেবল ডাক্তার ব্রাডউইল্ কোনরূপে উদ্ধার পাইয়া জালালবাদে যাইয়া সকলকে এই বিপত্তির সংবাদ প্রদান করিলেন। প্রথম আফগান যুদ্ধের পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল।

লর্ড অর্কল্যাণ্ড ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলে, তৎপদে লর্ড এলেনবরা নিযুক্ত হন। ইনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এদেশে উপস্থিত হন। তিনি সেনাপতি পোলক ও নটকে আফগানীস্থানাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতিদ্বয় কাবুলে পৌঁছিয়া, তত্রত্য বাজার ও প্রাসাদ বিনষ্ট করিলেন এবং দুর্গাদি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন।

লর্ড এলেনবরা [১৮৪২-১৮৪৪]

দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ কলিকাতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, কাবুলে ফিরিয়া পুনরায় আমীর হইলেন। অযোগ্য শাহ স্ুজা সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

আফগানীস্থানের যুদ্ধের সময় সিন্ধুদেশের আমীর-গণ ইংরাজগণকে সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই; তাঁহাদের রাজ্যের মধ্য দিয়া ইংরাজ সৈন্য কাবুলে যাত্রা করে। কিন্তু নূতন গভর্ণর জেনারেল এলেনবরা আমীর-গণের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান হইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মিয়ানি ও হায়দারাবাদের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে তাঁহারা সেনাপতি নেপিয়ারের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। গবর্ণর জেনারল আমীরদিগের অধিকৃত জন-পদ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত করেন।

সিন্ধুবিজয় (১৮৪২)

লর্ড এলেনবরা সর্ব্বদা যুদ্ধে মত্ত থাকাতে ডিরেক্টর-গণের বিরাগভাজন হন। এজন্য ডিরেক্টরেরা তাহাকে পদচ্যুত করিয়া, স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৪৪)। লর্ড এলেনবরার সময়ে এতদ্দেশীয়েরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইতে থাকেন। এই

লর্ড এলেনবরার পদচ্যুতি (১৮৪৪)

সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বাড়ী হইতে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার প্রচার হয়।

১৮৪৪ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ্ গভর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ ছিলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪ ১৮৪৮)

কিন্তু স্বয়ং অসাধারণ রণপণ্ডিত হইলেও হার্ডিঞ্জ শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অচিরেই তাঁহাকে শিখদের সহিত যুদ্ধে নামিতে হইল।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য অন্তর্বিদ্রোহে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে থাকে; এবং তাঁহার খালসা

প্রথম শিখ যুদ্ধ ১৮৪৫

সৈন্যদল ক্রমেই অশান্ত ও অবাধ্য হইয়া ইংরাজ সীমানায় আসিয়া অত্যাচার কবিতে থাকে। গবর্ণর জেনারল ও প্রধান সেনাপতি স্যার হিউজ ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন। ১৮৪৫ অব্দে মুদকি ও ফিরোজ শহর এবং ১৮৪৬ অব্দে আলিবাল ও সোব্রাহেন—এই চারিটী স্থানে চারিটী যুদ্ধ হইল; সকল যুদ্ধেই ইংরেজ সৈন্যগণ খালসা সৈন্যগণকে পরাজিত করেন। পরাজিত হইলেও এই সকল যুদ্ধে শিখ সৈন্যগণ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল।

১৮৪৬ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে মিয়ামির নামক স্থানে গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয়। ইংরাজেরা যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ দোয়াব প্রদেশ ও এককোটী টাকা গ্রহণ করেন। রণজিৎ সিংহের অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র দলীপ সিংহ পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

হার্ডিঞ্জের সময়ে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য হার্ডিঞ্জ স্কুল নামে বাঙ্গালায় অনেকগুলি মধ্য শ্রেণীর স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৪৮ খৃঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন।

লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৫ ১৮৫৬)

তারপর লর্ড ডালহৌসি ঐ অব্দে ভারত-বর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসেন। ইঁহার সময়ে কোম্পানীর রাজ্য-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথেষ্ট আভ্যন্তরিক উন্নতি সাধিত হয়।

ইংরাজগণ শিখদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন—ইহা শিখদিগের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তাঁহারা ডালহৌসির ভারতে আগমনের পর বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং কয়েক

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ (১৮৪৮ ১৮৪৯)

জন ইংরেজ কর্ম্মচারীকে হত্যা করিল। গবর্ণর জেনারেল শিখদিগকে দমন করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ঝিলাম নদীর তীরে চিলিয়ান্‌ওয়ালা নামক প্রান্তরে

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে শিখ্ ও ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেনাপতি লর্ড গাফ্ শিখ্দের আক্রমণে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন, ইংরাজ পক্ষে ভীষণ লোকক্ষয় হইল। ইহার অল্পকাল পরেই গুজরাটে আর একটা যুদ্ধ হয়। গুজরাটের যুদ্ধেই শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল।

চিলিয়ান্-ওয়ালার যুদ্ধ

লর্ড ড্যালহৌসি ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবে স্থায়ীভাবে শান্তি স্থাপনের জন্য ও আফ্গানদিগের আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করার জন্য, পঞ্জাব প্রদেশ ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

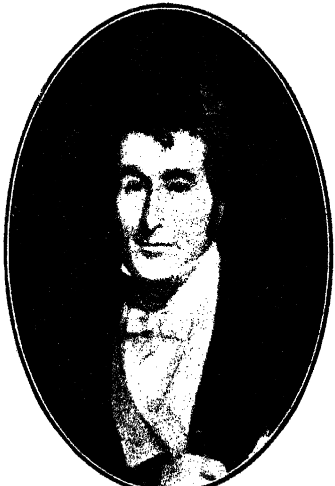
১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের সহিত জান্দাবুতে সন্ধি হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা পুনঃ পুনঃ সেই সন্ধির সর্ত্তসমূহ ভাঙ্গিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের লোকেরা ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্রতি বিশেষ দুর্ব্যবহার করিতে ছিলেন। তাঁহাদের ঐরূপ করিবার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে ইংরাজ কর্ম্মচারী প্রেরিত হইল। ব্রহ্মের রাজা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিলেন। এই কারণে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। একদল ইংরাজ সেনা রেঙ্গুনে আসিয়া

দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ



লর্ড ড্যাল্‌হাউসি

[সার্ এস্‌. ষ্টীল্‌ কর্ত্তৃক রচিত প্রতিমূর্ত্তি]



লর্ড এলেন্‌বরা

[F. R. Say কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে]

রেঙ্গুন পুনরধিকার করে। ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন এবং পেগু অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর ব্রহ্মরাজের সহিত ড্যালহৌসি সন্ধি-স্থাপন করেন।

লর্ড ড্যালহৌসি দেশীয় রাজাদিগের সম্বন্ধে এক নূতন রীতি প্রবর্ত্তন করেন। তিনি স্থির করিলেন যে, দেশীয় রাজাদের আপনাদের পুত্র না থাকিলে, তাঁহাদের দত্তক পুত্র রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না। এই নীতি অবলম্বন করিয়া তিনি বহু রাজ্য কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। অযোধ্যার নবাব রাজ্য শাসনের অযোগ্য ব্যক্তি—এই অজুহাতে ড্যালহৌসি অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করেন।

লর্ড ড্যালহৌসির সময় অনেকগুলি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। তন্মধ্যে—(১) সেচের জন্য গঙ্গার খাল খনন; (২) রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা; (৩) অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকিটের চলন; (৪) সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের প্রতিষ্ঠা। শিক্ষার জন্য ১৮৫৪ অব্দের ডেস্‌প্যাচ পাইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে শিক্ষাদানের জন্য এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং

লর্ড ড্যালহৌসির বিবিধ হিতানুষ্ঠান

সরকারী-সাহায্যপ্রাপ্ত বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা কারবার আয়োজন করেন। তদনুসারে ড্যালহৌসি সরকারের শিক্ষা-বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঐ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর নাম হইল 'ডাইরেক্টার অব্ পাব্লিক ইন্স্-ট্রাকসন্'।

কোম্পানীর সনন্দের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর সনন্দের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। কোম্পানী ইচ্ছানুরূপ সময়ের জন্য ভারত-শাসনের অধিকার লাভ করিলেন। এই ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে একজন ছোট লাট (লেপ্টেন্যাণ্ট্ গবর্ণার) নিযুক্ত হইলেন। প্রতিযোগিতা-পরীক্ষা দ্বারা সিবিলিয়ান শাসক নিযুক্তির ব্যবস্থা হইল। লর্ড ড্যালহৌসি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

লর্ড ক্যানিং [১৮৫৬-১৮৬২]

লর্ড ড্যালহৌসি চলিয়া গেলে পর সদাশয় লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষে যে ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, তাহা 'সিপাহী-বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। কতকগুলি দুষ্ট লোক ইংরাজদের রাজ্য-বিস্তার ও বিবিধ সংস্কার দেখিয়া



লর্ড ক্যানিং

[G. Richmond R, A.র চক্ ড্রয়িং হইতে]



সার জন্ লরেন্স

[জি, এফ., ওয়াট্‌সের অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি]

ইংরাজদের উপর যারপরনাই চটা ছিলেন। কি উপায়ে দেশী সিপাহীদিগকে ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবে, তাহারা সেই সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটা কারণ ঘটিয়া গেল। এই সময়ে কোম্পানীর সৈন্য-দলে রাইফ্‌ল্‌ নামক বন্দুক ব্যবহার করিবার আদেশ প্রচারিত হয়। ঐ বন্দুকের টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। জনরব প্রচারিত হইল যে, রাইফেলের টোটায় গরু ও শূকরের চর্ব্বি মিশ্রিত আছে; সুতরাং উহা হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই অস্পৃশ্য।

এই কথায় সিপাহীরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। গোপনে গোপনে তাহাদের পরামর্শ চলিতে লাগিল। অবশেষে মীরাট, কানপুর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের সিপাহীরা, প্রধান প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মারিয়া, জেলখানা ভাঙ্গিয়া চোর ডাকাতদিগকে ছাড়িয়া আপনাদের দলে লইয়া, খাজনাখানা লুট করিয়া, চারিদিকে ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি করিল। ঝান্সির রাণী, নানা সাহেব প্রভৃতি অনেকেই সিপাহীদের পক্ষ হইলেন। বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে সিপাহীদের

সিপাহী-বিদ্রোহ

বিদ্রোহ বিস্তৃত হইয়াছিল। উত্তেজনার বশে সিপাহীরা ইউরোপীয় মহিলা ও বালকবালিকাগণের প্রাণ-সংহার করিতে থাকে। এই সময় বিদ্রোহীরা মোগল বাদশাহ-দিগের বংশধর বাহাদুর শাহ্‌কে ভারতবর্ষের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল।

সৌভাগ্যের বিষয়, দেশের বড় বড় রাজারা ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা এবং সাধারণ লোকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই ; বরং তাহারা নানা ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করিতেছিলেন। অবশেষে দুই জন ইংরেজ সেনাপতির সুবন্দোবস্তের ফলে বিদ্রোহ দমন হইল। সিপাহীরা যেমন দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তেমনি তাহার প্রতিশোধ লইলেন। বিদ্রোহী বন্দী সিপাহীদিগকে কামানের গোলায় উড়াইয়া, গাছের ডালে ফাঁসীতে ঝুলাইয়া বধ করিতে লাগিলেন। ঝান্সির রাণী যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। নানা সাহেব যে কোথায় পালাইলেন, তাঁহার আর কোন সন্ধানই মিলিল না। ক্রমে সমুদয় দেশেই শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে নানা সাহেব ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। লক্ষীবাঈ ঝান্সির শেষ রাজা গদাধর রাওয়ের বিধবা

রাণী। গদাধরের রাওয়ের মৃত্যুর পর ড্যালহৌসি ঝান্সির রাণীকে পোষ্যপুত্র রাখিতে না দিয়া, ঐ রাজ্য জোর করিয়া কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের পরম শত্রু হইয়া বিদ্রোহীদের পক্ষ লইয়াছিলেন। তিনি অসামান্য তেজস্বিতার সহিত নিজে দলবল লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়া ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র বিংশতি বৎসর। এত অল্প বয়সে এইরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেওয়া যে কত বড় গৌরবের কথা, তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

আর নানা সাহেব ছিলেন, শেষ পেশ্‌ওয়া বাজী রাওয়ের পুত্র। বাজীরাও ইংরেজ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া, বার্ষিক আটলক্ষ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর ডালহৌসি এই বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, নানা সাহেব সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহী দিগের পক্ষাবলম্বন করেন এবং আপনাকে পেশ্‌ওয়া বলিয়া প্রচার করেন। কানপুরে ইংরেজদিগকে যে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, লোকে নানা সাহেব-কেই সেজন্য দোষী করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক,

সিপাহী-বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে, নানা সাহেব কোথায় যে পলাইয়া গিয়াছিলেন, সে সন্ধান আর মিলে নাই।

লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহ দমনের পরে অত্যন্ত সদাশয়তা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহাতে দেশের লোকের উপর কোনরূপ অন্যায় শাসন বা দণ্ড না হয়, সেজন্য বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর বিলাতের লোকেরা দেখিলেন যে, এত বড় ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার একটা বণিক কোম্পানীর উপর চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা চলিতে পারে না। তখন মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুসারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ হস্তে ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ভারতবাসী জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মহারাণীর প্রজা হইল। মহারাণী ঘোষণা-বাণী প্রচার করিলেন যে—প্রজারা যাহাতে শান্তিতে বাস করিতে পারে, আমি সেই ভাবে কার্য্য করিব। যে জাতি বা যে ধর্ম্মের হউক না কেন, উপযুক্ত হইলেই সেই ভারতবাসী প্রজাকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে।

ভারত-সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া

এই সময় হইতে ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেলের অতিরিক্ত উপাধি হইল 'ভাইসরয়' অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধি;

লর্ড্ ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নির্ব্বাচিত হইলেন। গুরুতর রাজকার্য্যে ভাইসরয়কে পরামর্শ দিবার জন্য বিলাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল্ ও 'সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া' গঠিত হইল।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে লর্ড ক্যানিং স্বদেশে যাত্রা করেন। লর্ড্ ক্যানিংর পরে লর্ড এল্‌গিন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি হইয়া আসেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ এই নগর তিনটিতে সদর আদালত ও সুপ্রীমকোর্ট্ একত্র হইয়া, হাইকোর্ট্ নামে প্রসিদ্ধ হয়। লর্ড এলগিনের শাসনকালে এক মাত্র স্মরণীয় ঘটনা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওয়াহাবি সম্প্রদায়-ভুক্ত ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ। ১৮৬৩ অব্দে হিমালয় প্রদেশের ধর্ম্মশালা নামক স্থানে এল্‌গিনের মৃত্যু হয়।

লর্ড এল্‌গিন
[১৮৬২-১৮৬৩]

লর্ড এল্‌গিনের মৃত্যুর পর মান্দ্রাজের গবর্ণার স্যার উইলিয়ম ডেনিসন্ কিছুদিন গবর্ণার জেনারলের কার্য্য করেন। তৎপরে পঞ্জাবের পূর্ব্বতন প্রধান কমিশনার স্যার হেন্‌রি লরেন্সের সহোদর স্যার জন লরেন্স ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল ও

লর্ড লরেন্স
(১৮৬৪-১৮৬৯)

রাজ-প্রতিনিধি হন। ইঁহার সময়ে ভুটান্ যুদ্ধ হয়; এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গের নিকটে ডুয়ার প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮৬৬ অব্দে ওড়িষ্যার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে স্যার জন লরেন্স স্বদেশে যাত্রা করেন এবং সেখানে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

লর্ড মেয়ো
[১৮৬৯-১৮৭২]

স্যার জন লরেন্সের পর লর্ড মেয়ো গবর্ণার জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি হয়েন। ১৮৬৯ অব্দে লর্ড মেয়ো আম্বালার দরবারে কাবুলের আমীর শের আলীর সম্বর্দ্ধনা করেন এবং তাঁহাদিগকে বার্ষিক বারলক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। এই সময়ে (১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অব্ এডিনবরা ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসেন। লর্ড মেয়ো কর্ত্তৃক কৃষিবিভাগ ও বোর্ড্ স্থাপিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পোর্ট্ ব্লেয়ারে শের আলী নামক একজন মুসলমান কর্ত্তৃক লর্ড মেয়ো নিহত হয়েন।

লর্ড মেয়োর হত্যার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার্ জন ষ্ট্র্যাচী ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ও তৎপরে মান্দ্রাজের



লর্ড মেয়ো



লর্ড লিটন্

গবর্ণার লর্ড নেপিয়ার ২৪শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত গবর্ণার জেনারলের কার্য্য করেন।

লর্ড নর্থব্রুক
[১৮৭২-১৮৭৬]

তৎপর লর্ড নর্থব্রুক গবর্ণার জেনারেল পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুক এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে বিশেষ যত্নবান হয়েন। ১৮৭৫ অব্দে বরদার গাইকবার তত্রত্য ইংরাজ রেসিডেণ্টকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টায় অভিযুক্ত হইয়া, দোষী সাব্যস্ত হওয়াতে রাজ্যচ্যুত হন। তৎপরিবর্ত্তে উক্ত বংশের একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বরদার গদির অধিকারী হয়েন। ১৮৭৫-১৮৭৬ খৃঃ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষে শুভাগমন করেন। তাঁহার আগমনে দেশের সর্ব্বত্র আনন্দ ও রাজভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয়। নর্থব্রুকের আমলে আসাম প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একজন চীফ্ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়।

লর্ড নর্থব্রুকের পর লর্ড লিটন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে

লর্ড লিটন
[১৮৬৭-১৮৮০]

লর্ড লিটন দিল্লী নগরীতে একটি বৃহৎ দরবার করিয়া, ভারতবর্ষের রাজগণের

সমক্ষে ঘোষণা করেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়; এই দুর্ভিক্ষে সরকারের অনেক অর্থব্যয় হয়। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের আক্রমণে ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক প্রাণত্যাগ করে। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার জন্য ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ এক আইন প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হয়।

১৮৭৮ অব্দে লর্ড লিটন শের আলীর প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, তিনি রুশীয়দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং রুশীয় দূত তাঁহার দরবারে সাদরে পরিগৃহীত হইয়াছেন; পক্ষান্তরে তিনি ব্রিটিশ দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এজন্য গবর্ণার জেনারেল শের

দ্বিতীয় আফ্‌গান যুদ্ধ

আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। শের আলী তুর্কীস্থানে পলায়ন করেন। সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। কিন্তু সন্ধি স্থাপনের কয়েক মাসের মধ্যেই কাবুলনগরবাসিগণ কর্ত্তৃক তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার লুই কাভেগ্‌নরি সহযোগীদের সহিত নিহত হন। সুতরাং দ্বিতীয়বার যুদ্ধের আয়োজন হয়। এবার ইয়াকুবখাঁ কাবুলের

সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হয়েন এবং ইংরাজদিগের বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। কাবুল ও বালহিসার ইংরাজ সৈন্যের অধিকারে থাকে। আফ্‌গানেরা ইহাতে নিরস্ত হয় নাই। যুদ্ধ করিতে থাকে। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লর্ড লিটন কর্ম্মত্যাগ করেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মার্কুইস্ অব্ রিপন ভারতবর্ষের গবর্ণার জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি হন। লর্ড লিটনের সময় ইংরাজরা কাবুলের সহিত যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড রিপন আব্‌দুর রহমানখাঁর হস্তে কাবুলের সিংহাসন অর্পণ করেন। তখন আফগান্ যুদ্ধের অবসান হয়। লর্ড রিপন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করেন। জনসাধারণের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার

লর্ড রিপণ
(১৮৮০ ১৮৮৪)

আমলে তূলাজাত দ্রব্যের উপর আম্‌দানী-শুল্ক রহিত হয়। হায়দারাবাদের নিজাম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে ১৮৮৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে রাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং হায়দ্রাবাদে যাইয়া নিজামকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তিনি গরীব-দুঃখীর উপকারের জন্য লবণের শুল্ক হ্রাস করেন। তাঁহার সময়ে খাসমহলের সুবন্দোবস্ত হয়।

১৮৮৩ অব্দে কলিকাতায় ইণ্টারন্যাশনাল একজিবিশান্ নামে এক বিরাট শিল্প-প্রদর্শনী হয়। ১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সদাশয় রিপন ইংলণ্ড্ যাত্রা করেন।

লর্ড ডাফ্‌রিন
(১৮৮৪-১৮৮৮)

লর্ড রিপনের পর লর্ড ডাফ্‌রিন্ ১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার আমলে প্রতি জেলায় এক একটি 'ডিষ্ট্রীক্ট্ বোর্ড' ও প্রধান প্রধান মহকুমায় এক একটি "লোক্যাল্ বোর্ড" স্থাপিত হয়। ব্রহ্মরাজ থিবোর অত্যাচারে ইংরাজ প্রজাগণ অতিষ্ট হওয়াতে ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হয়। এই যুদ্ধে ব্রহ্মরাজের পরাজয় ঘটে। ১৮৮৬ অব্দের ১লা জানুয়ারী সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশৎবর্ষ অতীত হওয়াতে ১৮৮৭ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, সমগ্র ভারতের নগরে নগরে মহোৎসব হয়।

জুবিলী উৎসব

ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ও সীমান্ত প্রদেশের ক্ষতির জন্য ব্যয়-বাহুল্য হওয়াতে লর্ড ডাফরিন্ লবণের শুল্ক বৰ্দ্ধিত ও আয়কর স্থাপন করেন। বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়া তিব্বতদেশীয় লামার সহিত একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ ঘটে।

এই যুদ্ধে ইংরাজ সৈন্যের জয়লাভ হয়। লর্ড ডাফ্‌রিন ১৮৮৮ অব্দে বিলাতে গমন করেন।

লর্ড ডাফ্‌রিণের পর লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন বড়লাট হইয়া আসেন। কাশ্মীর রাজ্যের শাসন কার্য্যে গোল-যোগ উপস্থিত হওয়াতে কাশ্মীরের অধিপতিকে কিছু কালের জন্য রাজ্যশাসন হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সভাপতির পদ (Vice-Chancellor) শূন্য হওয়াতে হাইকোর্টের সুযোগ্য বিচারক ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পদে নিয়োজিত হন। আসামের প্রধান কমিশনার মণিপুরে নিহত হওয়াতে মণিপুররাজ পদচ্যুত ও রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হয়েন। তাঁহার স্থলে গবর্ণমেণ্টের অনুগৃহীত এক ব্যক্তি মণিপুরের রাজপদ অধিকার করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮ ১৮৯৩)

লর্ড ল্যান্স্‌ডাউনের পর পূর্ব্বতম গবর্ণর-জেনারেল লর্ড এল্‌গিনের পুত্র লর্ড এল্‌গিন গবর্ণর-জেনারেল হন। তাঁহার শাসনকালে দৈব বিড়ম্বনায় প্রজাসাধারণ বড় কষ্ট

লর্ড এলগিন্ (১৮৯৪ ১৮৯৮)

পায়। ১৮৯৬ অব্দে ভারতবর্ষের বোম্বাই নগরীতে প্রথম প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। পরে উহা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়ে। পরের বৎসর ভীষণ দুর্ভিক্ষে যুক্ত-প্রদেশ, বিহার, বোম্বাই ও মধ্য ভারতের বহু লোক প্রাণত্যাগ করেন। সেই বৎসর ভীষণ ভূমিকম্পে আসামের ও অন্যান্য স্থানের বহু ক্ষতি হইয়াছিল। ১৮৯৭ অব্দে মহারাণীর রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়াতে ভারতের সর্ব্বত্র উৎসব হয়। ইঁহার সময় চিত্রল ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সদাশয় গবর্ণর জেনারেল পেশোয়ার হইতে চিত্রল পর্য্যন্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করেন।

১৮৯৯ অব্দে জানুয়ারী মাসে লর্ড কার্জ্জন এদেশে আগমন করেন। ইহার অল্প দিন পরেই মধ্য ভারতে, রাজপুতনায়, পঞ্জাব এবং বোম্বাই নগরীতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গবর্ণর জেনারল "দুর্ভিক্ষ কমিশন" বসাইয়া দুর্ভিক্ষ-দমনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এতাদৃশ যত্ন সত্ত্বেও বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে অনেক লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জন
[১৮৯৯-১৯০৫]

১৯০১ অব্দের ২২শে জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়া



লর্ড ডাফ্‌রিণ্‌

[F. Hall B. A.র মূল চিত্র হইতে]



কেড্‌ল্‌ষ্টোনের লর্ড কার্জ্জন্‌

স্বর্গারোহণ করেন। ৬৪ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যুতে সর্ব্বত্র শোকের ছায়া পতিত হইয়াছিল। ১৯০৩ অব্দের ১লা জানুয়ারীতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দরবারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড্ সম্রাট বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

১৯০৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি যে যে স্থানে গিয়াছেন, সেই সেই স্থানের লোক অশেষ আনন্দের সহিত রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের লোকেরা সময় সময় বড় অশান্তি ঘটাইত। তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য বড়লাট পঞ্জাব হইতে সীমান্ত প্রদেশকে পৃথক করেন ও সীমান্ত প্রদেশে একজন চিফ্ কমিশনার নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া তিনি বঙ্গদেশকে দুই ভাগ করিয়া পূর্ব্ব ভাগের সহিত আসাম প্রদেশকে সংযুক্ত করেন; এবং পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম নামে একটী নূতন প্রদেশ সংগঠিত করেন। এই প্রদেশ একজন ছোটলাটের শাসনাধীন করা হয়। তাঁহার সময়ে তিব্বতে একটী অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি ইংরাজী শিক্ষা-বিস্তারের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তিসমূহ সংরক্ষণ

ও সংস্কার সাধনের জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে লর্ড কার্জ্জন পদত্যাগ করেন।

লর্ড কার্জ্জনের পর ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক্ বঙ্গ বিভক্ত হওয়ায় দেশময় যে গোলযোগ বাঁধিয়াছিল, নূতন গবর্ণর সেই অশান্তি নিবারণের যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ১৯১০ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মে শুক্রবার তারিখে আমাদের সদাশয় সম্রাট সপ্তম এড্-ওয়ার্ড্ ইহলোক পরিত্যাগ করেন; এবং তৎপুত্র পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসনে আরোহণ করেন। লর্ড্ মিণ্টো শাসন কার্য্যে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উদারতার ফলে কয়েকটি দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ভারত-সচিবের কৌন্সিলে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

লর্ড মিণ্টো
(১৯০৫-১৯১০)

১৯১০ খ্রীঃ অব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। ইঁহার শাসনকালে ১৯১১ খৃঃ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সস্ত্রীক ভারতে শুভাগমন করেন। মহা সমারোহে দিল্লীতে তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইহার পূর্ব্বে অন্য কোন ইংলণ্ডের রাজা ভারতে আসিয়া, দিল্লীর সিংহাসনে



লর্ড মিণ্টো

[G. Chinneryর তৈলচিত্র হইতে]

অভিষিক্ত হন নাই। ভারতবাসীর রাজভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, তিনি দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করিতে যত্নবান হইবেন—এই বলিয়া একটি ঘোষণা-পত্র প্রচার করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গকে আসাম হইতে পৃথক করিয়া, পশ্চিম বঙ্গের সহিত পুনরায় জুড়িয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইল এবং ইহার শাসনভার এক জন গভর্ণরের উপর অর্পিত হইল। কলিকাতা ইহার রাজধানী হয়। আর ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে উঠাইয়া দিল্লীতে স্থাপন করা হয়। এই নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির প্রথম গবর্ণর হইলেন লর্ড কার-মাইকেল নামক এক সহৃদয় শাসনদক্ষ ইংরাজ। সুশাসন-গুণে তিনি বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন-কালে ১৯১৪ খৃঃ অব্দে জার্ম্মাণীর সহিত ইংলণ্ডের এক ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই যুদ্ধে ইংরাজ, ফরাশী, ইটালী, রুষিয়া, সার্বিয়া ও রুম্যানিয়া একদিকে আর জার্ম্মাণী, অষ্ট্রিয়া ও তুর্কী অন্যদিকে। প্রথমটা জার্ম্মান্‌রা জয় লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমেরিকা আসিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দেওয়ায় জার্ম্মাণী-পক্ষ শোচনীয় রূপে হারিয়া যান্। এই যুদ্ধে ভারত-

লর্ড্ হার্ডিঞ্জ্
[১৯১০-১৯১৬]

বর্ষীয়েরা ইয়োরোপের রণক্ষেত্রে সম্রাটের সাহায্যার্থ প্রায় এক লক্ষ সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন; তাহাছাড়া বহু কোটি টাকার অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ভারতীয় শিখ ও গুর্খা সৈন্যের শৌর্য্যবীর্য্য ও রণকৌশল দেখিয়া শত্রু-মিত্র সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসেন। তাঁহার শাসনকাল আমাদের দেশে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম কিস্তি দানের জন্য স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। পৃথিবীব্যাপী মহাসমরে ভারতবাসী ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে নানাভাবে সাহায্য করায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে অনেক বেশী পরিমাণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ঐ প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিবার জন্য আগমন করেন এবং ভারতবর্ষের নানা স্থান পার্য্যটন করিয়া, লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত একযোগে পার্লামেণ্টে এক রিপোর্ট দাখিল করেন। উহা মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত। ঐ রিপোর্ট অবলম্বন করিয়া,

লর্ড চেমস্‌ফোর্ড [১৯১৬-১৯২০]

মণ্টেগু চেম্‌স্‌-ফোর্ড শাসন সংস্কার

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখের ভারত গবর্ণমেণ্ট আইন নামে এক নবআইন-মালা প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হইল।

এই আইনের বলে আমরা ১৯২১ সাল হইতে কোন কোন বিভাগের শাসনসংরক্ষণের ভার নিজ হস্তে পাইয়াছি ;—(১) শিক্ষা, (২) কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য (৩) স্বাস্থ্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের খাস্ তত্ত্বাবধানে দুইটি ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইল ; একটির নাম লেজিস্‌লেটিভ য়্যাসেম্ব্‌লি, অপরটির নাম কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্। সর্ব-প্রদেশে প্রযোজ্য কোন নূতন আইনের খস্‌ড়া (বিল্) প্রথমে লেজিস্‌লেটিভ্ য়্যাসেম্ব্‌লিতে আলোচিত ও পাশ হওয়া চাই ; পরে কাউন্সিল অব্ ষ্টেট্ ও সর্ব্বশেষে ভাইস্‌রয় স্বয়ং অনুমোদন করিলে, তবে উহা কার্য্যকরী আইনে পরিণত হয়। য়্যাসেম্ব্‌লির বেশীর ভাগ সভ্যই বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত হন। প্রতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটি করিয়া আইন্-সভা (লেজিস্-লেটিভ্ কাউন্সিল) আছে। এই আইন-সভার বেশীর ভাগ সদস্যই প্রজাসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। এই সভায় যে দলের প্রতিপত্তি বেশী, তাঁহাদেরই দুই জন বা তিন জনকে গভর্ণার নিজের মন্ত্রিরূপে মনোনয়ন করেন।

দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের কর্তৃত্ব করেন এই দেশীয় মন্ত্রীরা। আইন-সভা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী বদল করিতে পারেন অথবা তাঁহার মাহিনার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রস্তাব পাশ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের পুরাপুরি কর্ত্তা থাকেন গভর্ণর ও তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য থাকে শাসন-পরিষদ; ইহার ভিতরও দুই একজন ভারতীয় লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভাইস্‌রয় বা গভর্ণারের এমন ক্ষমতা আছে—যদ্বারা তাঁহারা আইন-সভার কোন প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

এই নবযুগের উন্নতির দিনে বীরভূম নিবাসী স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম লর্ড্ (ব্যারন্) উপাধি লাভ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণারের পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানেই পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশী আদরের সহিত গৃহীত হইতে লাগিলেন। কালায়-ধলায় পূর্ব্বে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা অনেকটা ঘুচিয়া গেল। ইংরাজগণ ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা কার্য্যের দ্বারা কতকটা দেখাইলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ কনট্ এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার আগমনে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে তেমন আনন্দের সঞ্চার হয় নাই। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতবাসীকে নিজেদের দেশ-শাসন-ব্যাপারে যে টুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বিলাতের এক দল লোক মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অথচ ভারতবাসীরা ইহার চেয়ে বেশী সুবিধা আশা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুযোগ করিতেছিলেন। এক দল লোক পুরাপুরি স্বদেশী শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। বৃটিশ্ শাসক-সম্প্রদায় ইহাতে চটিয়া গেলেন।

রাজখুড়ার ভারত আগমন

লর্ড চেম্‌সফোর্ডের সময়ই রাওলাট্ আইন নামক এক দমন-নীতিমূলক আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশ-মধ্যে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অমৃতসর জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগে এই আইনের বিরোধী এক জনসভায় ইংরাজসৈন্য অতর্কিতে গুলি বর্ষণ করিয়া সভা ভঙ্গ করে। তাহার ফলে শতাধিক নিরস্ত্র নরনারী হত ও বহু শত আহত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের বহুস্থলে সামরিক আইন জারী হয় ও

রাওলাট আইন্

দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিভাগের কর্তৃত্ব করেন এই দেশীয় মন্ত্রীরা। আইন-সভা ইচ্ছা করিলে মন্ত্রী বদল করিতে পারেন অথবা তাঁহার মাহিনার হ্রাস-বৃদ্ধির প্রস্তাব পাশ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিভাগের পুরাপুরি কর্ত্তা থাকেন গভর্ণর ও তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য থাকে শাসন-পরিষদ; ইহার ভিতরও দুই একজন ভারতীয় লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভাইস্‌রয় বা গভর্ণারের এমন ক্ষমতা আছে—যদ্দারা তাঁহারা আইন-সভার কোন প্রস্তাব নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

এই নবযুগের উন্নতির দিনে বীরভূম নিবাসী স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্ব প্রথম লর্ড্ (ব্যারন্) উপাধি লাভ করিয়া বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণারের পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানেই পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বেশী আদরের সহিত গৃহীত হইতে লাগিলেন। কালায়-ধলায় পূর্ব্বে যে পার্থক্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা অনেকটা ঘুচিয়া গেল। ইংরাজগণ ভারতবাসীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা কার্য্যের দ্বারা কতকটা দেখাইলেন।

রাজখুড়ার ভারত আগমন

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব্ কনট্ এদেশে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার আগমনে দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মধ্যে তেমন আনন্দের সঞ্চার হয় নাই। তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভারতবাসীকে নিজেদের দেশ-শাসন-ব্যাপারে যে টুকু সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বিলাতের এক দল লোক মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। অথচ ভারতবাসীরা ইহার চেয়ে বেশী সুবিধা আশা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুযোগ করিতেছিলেন। এক দল লোক পুরাপুরি স্বদেশী শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য জিদ্ করিতে লাগিলেন। বৃটিশ্ শাসক-সম্প্রদায় ইহাতে চটিয়া গেলেন।

রাওলাট আইন

লর্ড চেম্‌সফোর্ডের সময়ই রাওলাট্ আইন নামক এক দমন-নীতিমূলক আইন প্রচলিত হওয়ায় দেশ-মধ্যে ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। অমৃতসর জালিয়ানওয়ালাবাগে এই আইনের বিরোধী এক জনসভায় ইংরাজসৈন্য অতর্কিতে গুলি বর্ষণ করিয়া সভা ভঙ্গ করে। তাহার ফলে শতাধিক নিরস্ত্র নরনারী হত ও বহু শত আহত হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের বহুস্থলে সামরিক আইন জারী হয় ও

তাহাতে লোকের কষ্টের সীমা থাকে না। এই সময় গভর্ণমেণ্টের মনোভাব বুঝিয়া, নব-প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত শাসনের বিরোধী এক রাজনৈতিক দল মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগী নাম গ্রহণ করিয়া, নূতন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে অস্বীকার করিলেন।

এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে আর এক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করতঃ দেশের শাসন সম্বন্ধে অধিকতর অধিকার আদায়ের চেষ্টা করিবার জন্য স্বরাজ্যদল নামে এক দল গঠন করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশ পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশের সর্ব্বত্র শোকের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। তদীয় শবদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য কলিকাতায় যে বিরাট জনতা ও শোক শোভাযাত্রা হইয়াছিল, পৃথিবীর কোন দেশে কোন কালে এইরূপ হয় নাই।

লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের শাসন-সময়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কমিশন বসে; তৃতীয় আফগান যুদ্ধও ঘটে, কিন্তু সহজেই উহা নিষ্পত্তি হয় এবং উভয়পক্ষে সম্মান-জনক সর্ত্তে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের পর লর্ড রেডিং ভারতের বড়লাট

হইয়া আসেন। তাঁহার আসিবার অব্যবহিত পরেই ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। লর্ড রেডিং একটি রাজস্ব কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ কমিশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে ট্যারিফ্‌বোর্ড বা শুল্ক-নির্দ্ধারণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ফলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কিছু সুযোগ ঘটে। রেডিংয়ের সময় লবণের উপর শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় গরীব প্রজাবৃন্দ অসুবিধায় পড়ে। ইঁহার সময় মহাত্মা গান্ধী কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ ছিলেন। অন্যান্য বহুনেতাও কারারুদ্ধ হন।

লর্ড রেডিং
[১৯২১-১৯২৬]

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে লর্ড আরউইন বড়-লাট হইয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে যে নূতন বিধানের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে এবং ভারতবাসীদিগকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে আরও কিরূপ অধিকার দেওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্যার জন সাইমন সদলে ভারতবর্ষে আগমন

লর্ড আরউইন
[১৯২৬-১৯৩১]

করেন এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়া, সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে কতকগুলি সীমাবন্ধনের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দিবার সুপারিশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাদেশিক ইংরাজ গভর্ণার যে ঐ শাসন-তন্ত্রের সর্ব্বেসর্ব্বা হইবেন—তাহার উল্লেখ আছে; মন্ত্রিমণ্ডলী উঠাইয়া দেওয়া হইবে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণ-মেণ্টে পুরাপুরি বৃটিশ প্রভুত্ব বজায় থাকিবে এবং সৈন্য, বৈদেশিক নীতি ও অর্থনীতির উপর ভারতবাসীর কোন হাত থাকিবে না—ইহাই সাইমন রিপোর্টের স্থূলমর্ম্ম।

সাইমন কমিশন

ইতিপূর্ব্বে ১৯১৯ সালে বৃটিশ রাজনীতিক অসন্তুষ্ট ভারতবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, দশ বৎসর পরে যতদূরসাধ্য স্বায়ত্ত শাসনের পথ প্রশস্ততর করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু তাহা করা হইল না দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী আবার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন; স্তিমিত স্বরাজ আন্দোলন আবার মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। এই সঙ্গে অহিংসা মন্ত্রের জলে কতকগুলি যুবক হিংসার পঙ্ক মিশাইয়া, রাজপুরুষদের প্রাণবধে মনোযোগী হইল।

অনেকেই এই বীভৎসতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গান্ধীর লবণ-সত্যগ্রহ ও অসহযোগে শাসকদল আরও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। পুনরায় তাঁহাকে যারবেদা জেলে আটক্ করা হইল।

আফগানিস্থানে বিদ্রোহ

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লার বিরুদ্ধে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ নিরপেক্ষ ছিলেন। আমানুল্লা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া চলিয়া যান। ঐ সময়ে বাচ্চাই সাক্কো নামে এক ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য রাজা হইয়াছিলেন। বিদ্রোহের পরিণামে ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি নাদির খাঁ বাচ্চাই সাক্কোকে পরাজিত করিয়া, সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে নাদির-খাঁর সহিত ভারত সরকারের সহিত বিশেষ মিত্রতা আছে।

গোলটেবিলের বৈঠক ১৯৩০

কি ভাবে অধিকতর রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদান করা যায়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ভারতবাসীকে বিলাত গভর্মেণ্ট্ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইংরাজ ও ভারতবাসীদের কয়েকজন মনোনীত প্রতিনিধি লইয়া বিলাতে এক গোল টেবিল বৈঠক বসে। লর্ড আরউইন শান্তির পক্ষপাতী হইয়া, মহাত্মা গান্ধীকে কারামুক্ত

করিয়া, তাঁহার বক্তব্য বলিবার জন্য গোল টেবিলের বৈঠকে পাঠাইয়া দিলেন। উভয় পক্ষের আন্দোলন ও নিপীড়ন আপাততঃ বন্ধ থাকিবে, গান্ধী ও আরউইনের মধ্যে এইরূপ একটা চুক্তি হয়। লাটসাহেবের সুবিবেচনার ফলে সমুদ্র তীরবর্ত্তী দরিদ্র প্রজাদিগের নিজেদের ব্যবহারের জন্য লবণ প্রস্তুত করিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী গোল টেবিলের আবহাওয়া ভাল বলিয়া বুঝিলেন না; তদুপরি দেশে ফিরিয়া, তিনি কোন পক্ষেরই শান্তির ঐকান্তিকতা দেখিতে পাইলেন না। কাজে কাজেই ১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে আন্দোলনের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। গান্ধী আবার যারবেদায় স্থান পাইলেন। দারুণ দুঃখকষ্ট ও পৃথিবীব্যাপী অর্থ-সঙ্কটের মধ্যে সম্প্রতি লর্ড উইলিংডন্ আসিয়া ভারত-তরণীর হাল ধরিয়াছেন।

—০—

সপ্তম অধ্যায়

ইংরাজ-শাসনে ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষে ইংরাজশাসন দ্বারা নানারূপ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে। ইংরাজগণ ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজারা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতেন। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও মিলনের ভাব একেবারেই ছিল না। তারপর বহিঃশত্রুর আক্রমণে নানাবার নানা ভাবে ভারতে রক্তের নদী প্রবাহিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সুলতান মামুদ, চেঙ্গিস্ খাঁ, তৈমুর লঙ্গ, নাদির শাহা, আহম্মদ শাহ প্রভৃতি নির্ম্মম দিগ্বিজয়ীবর্গের নাম করা যাইতে পারে। এক দিকে যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষ সুরক্ষিত হইয়াছে, তেমনি ঠগী, পিণ্ডারী, বর্গী প্রভৃতি দমন করিয়াও ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের মহা কল্যাণ করিয়াছেন।

ইংরাজ-রাজত্বে রেলপথ, ষ্টীমার, উড়োজাহাজ প্রভৃতি চলাচলের দরুণ, কি ব্যবসা-বাণিজ্য, কি চিঠিপত্রাদি-প্রেরণ সর্ব্ববিষয়েই বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দেশ শান্তিপূর্ণ থাকিলে, ব্যবসা-বাণিজ্য, জ্ঞানোন্নতি ইত্যাদি

সকল দিকেই সুবিধা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তেল, তুলা, পাট, গোল আলু, চা প্রভৃতি নানাবিধ খনিজ, কৃষিজাত পদার্থ আমদানী, রপ্তানী ও উৎপন্ন হইয়া, দেশে প্রচুর অর্থাগমের সূত্রপাত হইয়াছে। এখন দেশে অনেক পাটের কল, কাপড়ের কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কেও বর্ত্তমান সময়ে বিবিধ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখন শহরে শহরে জলের কল, বিজলী আলোর ব্যবস্থা। চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য মেডিকেল স্কুল ও মেডিকেল কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে। ধনী দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা এ বিষয়ে যথেষ্ট মুক্তহস্ত।

শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার ইংরাজ রাজত্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার, মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন, কলেজ ও বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি এবং স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রধান প্রধান সহরে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, কলেজ এবং গ্রামে গ্রামে বালিকা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। অনিষ্টকর পর্দ্দাপ্রথা ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইতেছে। বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহনিরোধ, নারী-আশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি

সংস্কারের দিকে আমরা সবিশেষ মনোযোগী হইতে শিখিয়াছি।

আমাদের দেশে ইংরাজ আমলে পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। লিখিত হস্ত পুঁথির দরুণ জ্ঞান-বিস্তারের তেমন সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রা-যন্ত্রের সাহায্যে সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রের বহুল প্রচার হইতেছে। ঐ সকল পত্র ও পত্রিকার সাহায্যে দেশের অভাবঅভিযোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া, দেশের লোক জাতীয় কল্যাণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষে সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্যে ও পদ্যে অদ্ভুত প্রসার লাভ করিয়াছে। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাও দিন দিন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এবং বিজ্ঞানে ডাঃ বেঙ্কট রামন্ নোবেল প্রাইজ্ লাভ করিয়া, ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত সাহিত্যিকবৃন্দ এযাবৎ গদ্য সাহিত্যকে ইংরাজী বা ফরাশী সাহিত্যের প্রায় নিকটবর্ত্তী করিয়া তুলিয়াছেন।

ইংরাজী ভাষার প্রচলনে দেশে এক মহাকল্যাণের সূত্রপাত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বর্ত্তমান যুগে সর্ব্ব প্রদেশের লোকের সহিত ভাব-বিনিময় ও মিলনের সুযোগ ঘটিয়াছে এবং ইহারই ফলে জাতীয় মহাসমিতি বা ন্যাস্ ন্যাল্ কংগ্রেসের সৃষ্টি। ইংরাজী ভাষার

কল্যাণেই পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির ভাব, ভাষা, চিন্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের নিত্য পরিচয় ঘটিতেছে।

বিচার সম্পর্কে সাম্য ও নিরপেক্ষ নীতির বিধান ইংরাজ রাজত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে সতীদাহ নিবারণ, গঙ্গাসাগরে পুত্রকন্যা নিক্ষেপ প্রভৃতি কুপ্রথা নিবারিত হইয়া দেশের মহা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিবাহ সম্বন্ধে এক নূতন বিধি (সর্দ্দা-আইন) প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার ফলে কেহ পুত্র, কন্যাদের বিবাহ যথাক্রমে অষ্টাদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে দিতে পারিবে না।

ধর্ম্মসম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে মহারাজ রামমোহন রায়, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম চির স্মরণীয়। ইংরাজ আমলে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এই তিনজাতির মধ্যেই অনেক বড় বড় লোক জন্মিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে নবাব স্যার সালার জঙ্গ, স্যার সৈয়দ আহম্মদ, হাজি মোহাম্মদ মহশীন, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ডেভিড হেয়ার, রমেশ চন্দ্র দত্ত, মাইকেল মধুসূদন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, শিবনাথ শাস্ত্রী, স্যার সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্যার আশুতোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সমাপ্ত